হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান

নির্বাচিত গানের সংকলন

পরিবেশক

ধ্রুপদী

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭৩

Hemanga Bishwaser Gaan

প্রথম প্রকাশ। সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ ॥

কপি রাইট। শ্রীমতী বাণু বিশ্বাস ॥

প্রকাশক। মাস সিঙ্গার্সের পক্ষে চন্দন সেন। ১৯/৭ নাকতলা লেন ॥

কলকাতা ৭০০০৪৭ ॥

মুদ্রক। পৃথ্বীশ সাহা। অগ্নি প্রেস। ৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট।

কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ। দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ॥

প্রকাশকের কথা

দেরীতে হলেও মাস্ সিঙ্গার্স-এর পক্ষ থেকে এই বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত। গ্রাম, নগর, মাঠ, পাথার যেখানেই আমরা এই গানগুলি পরিবেশন করি, অনুষ্ঠান শেষে অনেকেই আমাদের জিজ্ঞাসা করেন—আপনাদের কোনও বই আছে কি ? যেখানে গানগুলি পাওয়া যায়। আমাদের সেই নেতি-বাচক উত্তরকে ইতিবাচক করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের প্রকাশ।

গণনাট্য আন্দোলনে ছোটবড় অগণিত গীতিকার একসময় তাঁদের গান চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে হেমাঙ্গ বিশ্বাস একজন প্রথম সারির স্রষ্টা। বিগত চল্লিশ দশক থেকে আজ পর্যন্ত তিনি তাঁর কলম এবং কণ্ঠ নিয়ে অম্লান। আর কঠিন প্রজ্ঞায় স্থির। তাই গত চারদশক ধরে তিনি দেশ-কাল ও সময়কে কেন্দ্র করে এত গণসংগীত রচনা করেছেন যা একটি গ্রন্থে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই আমরা নির্বাচন করতে বাধ্য হলাম।

সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা সবসময় শুধুমাত্র সংগ্রামী জনতাকে সামনে রেখেছে। তাঁর সৃষ্টিশীলতা তাই কখনও অন্যদিকে বাঁক নেয়নি।

চার দশক ধরে যে শিল্পীকে আসাম ও বাংলার জনসাধারণ গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম সারিতে দেখে এসেছেন, শুধু সংগীত রচনাই নয় পরিবেশনা-তেও তিনি আজও সজীব। আজও তিনি মাস্ সিঙ্গার্স-এর সহশিল্পীদের নিয়ে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে অক্লান্ত লড়াইয়ে রত। সেই বর্ষীয়ান শিল্পীর নির্বাচিত গানগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা আমাদের প্রাথমিক দায় বলে মনে করি।

চল্লিশের দশকে 'কাস্তেটারে দিয়ো জোরে শান্'এ যাঁর সংগীত জীবন শুরু, তেভাগা সংগ্রামের পথ বেয়ে তেলেঙ্গানার পথে 'মাউণ্টব্যাটন্ মঙ্গলকাব্যে' তার সংগীত জীবনের সফল পরিণতি।

পঞ্চাশের দশকে তাঁর গানে যেমন দেশবিভাগের যন্ত্রণা অনুভব করি ঠিক তেমন সংগ্রামের কঠিন শপথে উদ্দীপিত হয়ে উঠি। ইতিমধ্যে পঞ্চাশ দশকের শেষভাগে তিনি দীর্ঘদিন চীন দেশে কাটিয়ে এসেছেন। গীতিকার হিসেবে তাঁর ওপর এর প্রভাব অপরিসীম।

ষাটের দশকে কল্লোল, তীর, লাল লণ্ঠন প্রভৃতি বিপ্লবী নাটকে সংগীত পরিচালক হিসেবে আমরা তাঁকে নতুনভাবে পাই। লাল লণ্ঠন নাটকের সংগীতে

বিভিন্ন রকম চীনা সুর ব্যবহার করলেন তিনি। যা তাঁর শিল্পী জীবনের একটি উজ্জ্বল বিবর্তন। এই সময় তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার একটি অসাধারণ ফসল হলো 'শঙ্খচিলের গান'।

সত্তর দশকে আমরা তাঁকে পাই আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও প্রগতিশীল মানুষের বিশ্ববিখ্যাত সংগ্রামী গানের সুর অক্ষুন্ন রেখে বাংলার সার্থক অনুবাদক রূপে। মূল চীনা ভাষা থেকে বাংলা ও অসমীয়া ভাষায় সংগীত রূপান্তরের তিনিই সম্ভবত পথিকৃত।

এই সংকলনে গণ সঙ্গীত ছাড়াও ভিন্ন ধর্মী ও স্বাদের কয়েকটি গান আছে। এই গানগুলির বৈশিষ্টের জন্যই আমরা এখানে সংযোজিত করেছি।

অনেকেই বইটি হাতে পেয়ে স্বরলিপির অভাব বোধ করবেন। কিন্তু এত গানের সঙ্গে স্বরলিপি যোগ হলে এই গ্রন্থের যা মূল্য হবে, তা স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। তাছাড়া মাস্ সিঙ্গার্স-এর অনেক গানের সুর ইতিমধ্যেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই স্বরলিপি সংযোজনের পথ আমরা আপাতত পরিহার করছি। ইচ্ছা আছে এই গানগুলির স্বরলিপি সহ খণ্ডে খণ্ডে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করার।

পরিশিষ্টে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান ছাড়া যাঁদের গান দেওয়া হয়েছে 'মাস সিঙ্গার্স'-এর শিল্পীরা আজও অন্তর দিয়ে এইসব গান গেয়ে থাকেন। কিন্তু এসব গানের গীতিকারদের কাছে গিয়ে তাঁদের গান প্রকাশের অনুমতি আমরা নিইনি। তা কিন্তু শ্রম বাঁচানোর জন্য নয়। আমাদের বিশ্বাস শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীকে কেন্দ্র করে, আন্তর্জাতিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসব গান যাঁরা লিখেছেন তাঁরা চান গানগুলি ছড়িয়ে যাক।

এই বইটির প্রচ্ছদ হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অনুরাগী বন্ধু সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অসুস্থতা সত্বেও এঁকে দিয়েছেন বলে মাস সিঙ্গার্স তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়তো সম্ভব হত না যদিনা কবি কমলেশ সেন ও মুদ্রক পৃথ্বীশ সাহা বইটির গুরুত্ব বুঝে উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে না আসতেন। মাস সিঙ্গার্স এঁদের কাছেও কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

১৯/৭ নাকতলা লেন
কলকাতা-৪৭

চন্দন সেন
সম্পাদক, মাস সিঙ্গার্স

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট

গণসঙ্গীতের পুরোধা

রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ রূপকার

আমাদের **জর্জদা**-কে

ভেদি অনশন মৃত্যু

ভেদি অনশন মৃত্যু তুষার তুফান
প্রতি নগর হতে গ্রামাঞ্চল
কমরেড লেনিনের আহ্বান
চলে মুক্তি সেনাদল ॥

অতিক্রান্ত ঐ প্রান্তর গিরিদুর্গম
পূর্ব সীমান্তে ধায় পল্টন
প্রাইমোরিয়ার শেষ দুর্গে
আশ্রয় নিয়েছে দুশমন ॥

যুদ্ধলাঞ্ছিত বিবর্ণ লাল পতাকা
মহাগৌরবে ঊর্ধ্বে উড্ডীন
সদ্যসিক্ত রক্তের রঙে
হলো সহস্রগুণ রঙীন ॥

চিরস্মরণীয় ইতিহাসে সেই মহাদিন
নিখিল বিশ্বে সে কাহিনী প্রচার
মহাবিক্রমে লাল পল্টন
শেষ দুর্গ করে অধিকার ॥

নিশ্চিহ্ন হলো শত্রুসৈন্য
জাহান্নামে দস্যু বিলীন
প্রশান্ত সাগর তীরে
শ্রমিক পতাকা উড্ডীন ॥

অনুবাদকাল / ১৯৪৯

মহান অক্টোবর বিপ্লবজাত শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্রকে রক্ষার যুদ্ধে লালপল্টনকে প্রাণের রসদ যুগিয়েছিল যে কয়টি গান—তার মধ্যে এটি অন্যতম। গৃহযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর পূর্বপ্রান্তে যুদ্ধরত লালপল্টনের একটি বাহিনীর অধিনায়ক কর্নেল আলেকজান্দ্রভ একটি লোকগীতির সুরে এই গানটি রচনা করেন। সেই অবধি পৃথিবীর শ্রমজীবীশ্রেণীর প্রাণের ভাণ্ডারে এই গানটি অমূল্য রত্ন হিসাবে সঞ্চিত আছে।

রুশদেশের কমরেড লেনিন

অনুবাদ : বিষ্ণু দে   সুরারোপ : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

রুশ দেশের কমরেড লেনিন
পাথরের কবরে শয়ান
পাশ দাও কমরেড লেনিন
আমাকে যে দিতে হবে স্থান ॥

আইভান আমি চেনা চাষী
মাটি মাখা দু'পা আমার
লড়েছি তোমার তরে কমরেড
কাজসারা হয়েছে এবার ॥

আমি চিক্কো কালো কাফ্রী
রোদে আখ কাটি মুঠি মুঠি
বেঁচেছি তোমারি তরে কমরেড
আজকে আমার হলো ছুটি ॥

চাং আমি লোহাশাল থেকে
সাংহাই-এর পথে ধর্মঘটে
বিপ্লবের তরে অনাহারে
লড়ি, মরি, ডরি না সংকটে ॥

লেনিন শতবার্ষিকীতে সুর সংযোজিত। নিগ্রোকবি Langston Hughes-এর Comrade Lenin of Russia কবিতার অনুবাদ।

পূবদিক লাল

(তুং-ফাং-হোং)

পূর্বদিক লাল সূর্যের আভায়
বিশ্বের শোষিতের মন রাঙায়
সেই সূর্যের নাম মাও সেতুঙ
হুআর হেইয়া—চিন্তা তার ছড়ায় আগুন ॥

মাও সেতুঙ মোদের ত্রাতা
নয়াচীনের রূপকার মহানির্মাতা
সম্মুখ সাগর হতে পার
হুআর হেইয়া—মাও মোদের কর্ণধার ॥

কমিউনিস্ট পার্টি আলোর নিশান
বিপ্লবী বিশ্বের দুর্জয় গান
সাম্রাজ্যশাহীর অন্তিমকাল
হুআর হেইয়া—মুক্তির উজ্জ্বল সকাল ॥

অনুবাদকাল/১৯৭১

মাও সেতুঙ-এর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক লং মার্চের অন্তে সেনসি প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে মুক্তি-বাহিনী পৌঁছনোর পর সেখানকার সদ্যমুক্ত ভূমিদাস লোকশিল্পী লিউ উ-যান এই গানটি সেই অঞ্চলের লোকগীতির সুরে রচনা করেন। সারা চীনে বিপ্লবীদের মধ্যে সে সময় এ গানটি ছড়িয়ে পড়ে। নতুন চীনের এটি একটি প্রিয়তম গান। আনুষ্ঠানিক প্রারম্ভ-গীত। চীন উৎক্ষিপ্ত প্রথম স্পুটনিকের মধ্য থেকে এই গানটির সুরই মহাকাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

আরো বসন্ত বহু বসন্ত তোমার নামে আসুক

মাও সেতুঙ-এর মহাপ্রয়াণে

আরো বসন্ত, বহু বসন্ত
তোমার নামে আসুক,
তুমি তো সূর্য অস্তবিহীন
চির জাগরূক ॥

ঝড়ের রাতে, ক্ষিপ্ত বাতাসে
ঢেউ যদি ওঠে—উঠুক
পূর্ব দিগন্তে জাগরী নাবিকের
দীপ্ত মশাল মুখ।
চির জাগরূক ॥

কারাগারে বন্দীর বন্দনায়
গভীর অরণ্যে, গেরিলার পথচলায়

আফ্রো-এশিয়ায়, লাতিন আমেরিকায়
দাবানল জ্বলে—জ্বলুক ;
চলমান তব, বিজয়ী সেনাদল
হাতে হাতে বন্দুক।
চির—জাগরূক ॥

এই সমাধিতলে

এই সমাধিতলে কত প্রাণপ্রদীপ জ্বলে,
এই সমাধিতলে
হাজার মাণিক উজলে।

মৃত্যু হেথায় মহান হলো
জীবন অনুরাগে,
নিগৃহীত স্বপ্ন হেথায়
সত্য হয়ে জাগে ॥

এই মাটিতে গভীর ক্ষতে
মৃতরুধির দাগে,
উঠলো ফুটে হাজার ফুল
লালফুলের এই বাগে ॥

ঘাতক রাতে আঁধার-অসি
যাদের বক্ষ হানে
পূর্বাচল আজ মুখরিত
তাদের জয়গানে :

তুষার ঝড়ে প্রাণের আগুন
জ্বালিয়ে গেল সবে
বিশ্ব আজি মেলে সেথায়
বসন্ত উৎসবে ॥

ক্যান্টন, রচনাকাল/১৯৫৭

পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে দুটি কমিউনের নাম চিরস্মরণীয়। একটি ১৮৭১ সালের প্যারিস কামিউন অন্যটি ১৯২৭ সালের ক্যান্টন কমিউন। প্রথম কমিউন রুশ বিপ্লবের সাফল্যের ও দ্বিতীয় কমিউন চীন বিপ্লবের সাফল্যের পথের নির্দেশ দেয়। ক্যান্টন কমিউনকে দমন করতে চিয়াং কাই শেখ মার্কিন, ফরাসী ও বৃটিশের সহযোগিতায় সাত হাজার কমিউনিস্ট ও তাদের সহগামীদের হত্যা করে। মুক্তির পর শহীদদের স্মৃতিতে যে বিরাট শহীদবেদী ক্যান্টনে গড়া হয় তার নাম, হোং-হুয়া-কাং বা 'লালফুলের বেদী'। কমিউনের ৩০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৫৭ সালে এই কমিউনে অংশগ্রহণকারী প্রয়াত ভাইস্ প্রেসিডেন্ট তুং পি-উ-র সভাপতিত্বে যে অনুষ্ঠান হয়, তাতে আমন্ত্রিত এই গীতিকার তখন এই গানটি রচনা করেন।

ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু

ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু ঘিরে আজি চারিদিক
অন্ধকারের চক্রান্ত কঠিন,
তবু সংগ্রামে চলো উদ্দাম নির্ভীক
রক্তপতাকা হাতে ঊর্ধে উড্ডীন ॥

তাই সম্মুখপদভরে, মজদুর বাহাদুর
দুনিয়ার শোষিতের মুক্তিপথে,
কোরাস　　বিশ্বের মানবতার অন্তিম যুদ্ধে
চলো চলো ভেদি মরু গিরি সমুদ্দুর ॥

শোন ঐ নারী শিশুর ক্ষুধার্ত ক্রন্দন
আমরা কি রব শুধু নীরব শ্রোতা
শত্রুর শিবিরে হানো হানো প্রহরণ
হোক না নিহত রণে বন্ধুভ্রাতা ॥

যত সাম্রাজ্যের শিরের মুকুট
ধূলিতলে হবে আজ অবনত
বিশ্বের অধিকারী শ্রমজীবী সন্তান
মানুষের মুক্তির দিন আগত ॥

অনুবাদকাল / লেনিন শতবার্ষিকী

এই শতাব্দীর প্রথমদিকে পোলাণ্ডের ওয়ারশ নগরের (তখন রাশিয়ার অধীন) শ্রমিকশ্রেণীর জারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ থেকে এ গানটির জন্ম। রুশ ভাষায় এ গানের নাম "ভার্শাভিয়াঙ্কা"—ওয়ারশ নগরের নাম থেকেই। লেনিনের অতিপ্রিয় গানগুলির মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও এ গানটি তাঁকে গুনগুন করতে শোনা গেছে।

জন ব্রাউনের দেহ শুয়ে

জন ব্রাউনের দেহ শুয়ে সমাধিতলে
তাঁর আত্মা বহ্নিমান।

কোরাস:
শহীদের জয় জয় গান—
শহীদের জয় জয় গান—
শহীদের জয় জয় গান—
তাঁর আত্মা-বহ্নিমান ॥

নিগ্রো মুক্তির তরে জন ব্রাউনের আত্মদান
তাঁর আত্মা বহ্নিমান।।
শহীদের জয়......আত্মা বহ্নিমান ॥

মহাকাশে তারকারা প্রহরারত—
(যেথা) জন ব্রাউনের দেহ শায়িত।
শহীদের জয়.....আত্মা বহ্নিমান ॥

আমেরিকার গণমনে জাগে অপলক—
শহীদ জন ব্রাউনের সমাধিফলক ॥
শহীদের জয়......আত্মা বহ্নিমান ॥

অনুবাদ : ১৯৭২

জন ব্রাউন (১৮০০-১৮৫৯) দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ বিপ্লবী, যিনি প্রথম বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ নরনারীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে প্রাণ আহুতি দেন। তিনি ঘাঁটি থেকে দাস মালিকদের ঘেঁটো-গুলিতে সশস্ত্র আক্রমণ করে ক্রীতদাসদের মুক্তি দিতেন। হার্পাস ফেরী নামক স্থানে এই রকম একটি সংঘর্ষে তাঁর দুটি ছেলে সহ এবং শজন শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গীদের অধিকাংশই নিহত হয়। জনব্রাউন আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। ১৮৫৯ সালের ২রা ডিসেম্বর তাঁর ফাঁসি হয়। তিনি হয়ে ওঠেন এক কাহিনী। পৃথিবীর বহু ভাষায় গানটি অনূদিত হয়েছে। এই লোকগীতটি বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষের একটি প্রিয়তম গীত—যার আবেদন চিরন্তন।

আমরা করবো জয়

আমরা করবো জয়
আমরা করবো জয় নিশ্চয়
আহা বুকের গভীর আছে প্রত্যয়
আমরা করবো জয় নিশ্চয় ॥

আমাদের নেই ভয় (৩) আজ আর
আহা বুকের গভীর আছে প্রত্যয়, আমরা করবো জয় নিশ্চয় ॥

আমরা নই একা (৩) আজ আর
আহা বুকের গভীর আছে প্রত্যয় আমরা করবো জয় নিশ্চয় ॥
সত্য যে সাথী, (৩) (মোদের)
আছে মুক্তির পথ বক্ষপাতি
সত্য যে মোদের সাথী ॥

অনুবাদকাল / ১৯৬৫ সাল

আমরা করবো জয় (We shall overcome) সমগ্র আমেরিকায় বর্ণবিদ্বেষনীতির বিরুদ্ধে এবং কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের নাগরিক অধিকারের দাবিতে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ মানুষের ঐতিহাসিক সমাবেশগুলির মধ্যে গানটির জন্ম। মার্টিন লুথার কিং গুলিবিদ্ধ হবার সময় এ গানটি মিছিলে সবাই একসাথে গাইছিলেন। কোলকাতায় বিশ্ববিশ্রুত মার্কিন লোকসংগীত শিল্পী পিট্ সিগার এ গানটি প্রথম প্রচার করেন।

টগবগ ধাবমান অশ্বখুরে •

টগবগ টগবগ ধাবমান অশ্বখুরে
প্রান্তরে ধুলি ওড়ে—
নীল আকাশে মেঘের পালে
বুনো হাঁসের পাল্লা দূরে ॥

কোন সে মায়াবী দেশ কিবা তার নাম
বিস্ময়ে শুধাও তুমি
গর্বভরে বলবো তোমায়
সে যে মোর জন্মভূমি ॥

মাও সেতুঙ আর কমিউনিস্ট দল
শোষকেরে করেছে নির্মূল
মুক্তি ফৌজের কুচকাওয়াজে
প্রস্তরে ফটেছে ফল ॥

অনুবাদকাল / ১৯৭১

অন্তর্মঙ্গোলীয় লোকগীতি। মূল চীনা ভাষা থেকে অনুবাদ। মুক্তিবাহিনী অন্তর্মঙ্গোলিয়াকে মুক্ত করার পর এই গানটি রচিত।

কল্লোল

বাজে ক্ষুব্ধ ঈশানী ঝড়ে রুদ্র বিষাণ
ইনক্লাবী আহ্বান—
নিথর জলধিজলে জাগে উতরোল
বিষ-মন্থনে ওঠে জীবন হিল্লোল
ক্রূর বন্ধন ভেঙে ভেঙে তরঙ্গ রঙ্গে ওঠে
সমুদ্র কল্লোল, উঠিল সমুদ্র কল্লোল ॥ ২

বিদ্রোহী জাহাজ জঠরে
বয়লারে বয়লারে জ্বলন্ত অঙ্গারে
আগুনের ফুল্‌কিতে নাবিকের প্রাণে প্রাণে
জ্বলিল মশাল
প্রাণে প্রাণে জ্বলিল মশাল ॥ ২

সেদিন ছেচল্লিশের শীতের কুয়াশা
ভেদি গোলামীর ঘোর অমানিশা
চূর্ণ করি কংসের কারাগার
সচকিত সাইরেনে নব অঙ্গীকার
আরব সাগরবাহী অতলান্তজয়ী
বোম্বাই বন্দরে বিদ্রোহী 'খাইবার'
ভিড়িল বিদ্রোহী 'খাইবার' ॥ ৩

হাঁকে শার্দূল সিং গফুর
বীর শার্দূল সিং গফুর
কে আছ বাহাদুর
কামান গর্জনে
কামগার ময়দানে
রাজপথে ব্যারিকেডে সশস্ত্র মজদুর
দাঁড়ালো সশস্ত্র মজদুর ॥

দরিয়ার ডাকে দিল সাড়া মহাভারতের জনতা
উত্তাল ঢেউ-এ ঢেউ-এ কল্লোলিত মহানগর কলকাতা
কল্লোলিত মহানগর কলকাতা ॥ ৩

নীল সমুদ্র লাল করে গেল
নাবিকের রক্তধারা।
তোমরা কি শুধিবে রক্তের ঋণ
অলক্ষ্যে শুধায় তারা ॥

দরিয়ার ডাকে দিল সাড়া মহাভারতের জনতা
উত্তাল ঢেউ-এ ঢেউ-এ কল্লোলিত মহানগর কলকাতা
কল্লোলিত মহানগর কলকাতা ॥ ৪

১৯৬৫ মার্চ থেকে ১৯ ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মিনার্ভা থিয়েটারে উৎপল দত্ত রচিত ও পরিচালিত ও লিটল থিয়েটার প্রযোজিত যুগান্তকারী কল্লোল নাটকের প্রস্তাবনা গীত হিসাবে রচিত ও গীত।

লঙ্গর ছাড়িয়া নাও-এর দে

লঙ্গর ছাড়িয়া নাও-এর দে দুঃখী নাইয়া
বাদাম উড়াইয়া নাও-এর দে
ঢেউ-এর তালে, তালে তালে করতালি দে—কিরে হৈ, হৈ, হৈয়া
নয়া দিনের বইল রে বাও-মরা গাঙে ।।

তোর ঘর ভাঙিলো, কুল ভাঙিলো ভাসলি অকুলে
কোন মানুষ-মারা কুম্ভীর আইলো সর্বনাশের খালে-রে
তোর ঘর ভাঙিল, কুল ভাঙিল ;
তোর চক্ষের জলে সাঁতার পানি, বইলো বারে বারে
—কিরে হৈ, হৈ, হৈয়া
খুন দরিয়ায় আইলরে ঢল, জীবন জোয়ারে ।।

তোর মরণ কিসের, আজ বাঁচনের বিরাট খেলা
সবহারাদের ঘাটে ঘাটে সবপেয়েছির মেলারে—
আজ বাঁচনের বিরাট খেলা ;
তোর ধলা পালে মনপায়রার পাখ্‌না মেলে দে
—কিরে হৈ, হৈ, হৈয়া
বদর, বদর, বদর, বদর   জয়ধ্বনি দে ।।

রচনাকাল ১৯৪৬

কারাগার বন্দী

কারাগার বন্দী
নাহি চায় সন্ধি
পাহাড় টলানো বীরদল
ভুলি নাই, ভুলি নাই
আঁধারের আলোকমল ।।

গূঢ় প্রাচীর অন্তরালে হত্যার অভিসন্ধি
নাগিনীদের নিঃশ্বাসে বাতাস বিষগন্ধী
বুকের খুনে উষ্ণ হলো প্রস্তর শীতল ।।
পাহাড় টলানো বীরদল ।।

দেশে দেশে পরাজিত কুটিল ষড়যন্ত্র
জনতার পদক্ষেপে শোনো মুক্তির মন্ত্র
সিংহদ্বারের লৌহকপাট বিদীর্ণ-অর্গল
পাহাড় টলানো বীরদল ।।

রচনাকাল / ১৯৭৬

ধীরে বহে ইয়াংসি

ইয়াংসি ও ইয়াংসি
ধীরে ধীরে বহে যাও
কতো রুধির অশ্রুধারা—ঢেউয়ে দোলাও
তুমি যে অপরাজেয়
তুমি যে অপরিমেয়
ইতিহাস রচে যাও ॥

তব পারে পারে যত মৃত্যু, যত অন্যায়
ডুবে গেলো ভেসে গেলো দুর্বার খর বন্যায়
দস্যুর তরী তীরে তীরে, যতো ভিড়লো, রণসজ্জায়
ডুবে গেলো ভেসে গেলো দুর্বার খর বন্যায়,
সে বীরগাথা আমারে শোনাও—আমারে শোনাও ॥

মিসিসিপি গঙ্গা নীল-নদী জলে
তব ঢেউ উদ্দাম এলো কল্লোলে,
ত্রিধারা সে মহানদী—
মুক্তি সাগর মোহনায় ভেসে যায় ভেসে যায়
হেইয়ো হো হেইয়ো হো
পালে পালে পতাকা উড়াও।
পালে পালে পতাকা উড়াও

রচনাকাল / ১৯৫৯

উহান থেকে ইয়াংসী নদীর ভাটি স্রোতে নানকিং যাবার পথে চীনে তৈরী নতুন জাহাজ 'চিয়াং পিং' (শান্তির নদী)-এর ডেকে বসে রচিত।

সাগরযাত্রা নাবিক নির্ভর

সাগর-যাত্রা নাবিক নির্ভর
মাটির ফুল ফল সূর্য নির্ভর,
বৃষ্টি-নির্ভর মাঠের ফসল
মাও সেতুঙ-এর চিন্তা
বিপ্লবের নির্ভর।

জলছাড়া থাকে না মাছ
লতাহীন থাকে না আঙুর
জনতা আর কমিউনিস্ট দল অভিন্ন হৃদয়
মাও সেতুঙ-এর চিন্তা যে অন্তহীন সূর্যের উদয়॥

এ গানটি "তা হায় হাং শিং" (Sailing in the seas depends on the Helmsman) সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় বিশ্বখ্যাতি লাভ করে। ১৯৭৪ সালে দ্বিতীয়বার চীন ভ্রমণের সময় মৌলিক সুরে বাংলায় অনূদিত।

শঙ্খচিল

সুদূর সমুদ্দুর প্রশান্তের বুকে
হিরোশিমা দ্বীপের আমি শঙ্খচিল
আমার দু'ডানায় ঢেউয়ের দোলা
আমার দু'চোখে নীল শুধু নীল ;
সাগরের জলে সিনানের শেষে প্রবালের সিঁড়ি বেয়ে
মৎস্যগন্ধা মেয়ে
ঝিনুক নূপুরে রুণু ঝুনু ঝুনু
যেতো সে সাগরিকা
ঝিলিক মিলিক নাচিয়ে গলায় মুক্তার মালিকা ।

পূর্বাচলের প্রাঙ্গণে
সাগরিকার অঙ্গনে
দিগবধূরা খেলেরে—
সমুদ্রহিল্লোলে তার দোলে হৃদয় দোলে
শঙ্খচিলের সঙ্গীতে তার স্বপন দুয়ার খোলে
দারুচিনি বনের পাখায় সোহাগ চামর দোলে
দোলে হৃদয় দোলে··· ।

হঠাৎ সেদিন শুভ্রশরৎ সকালে
মায়াবী রোদের রূপালী ঝালর ছিন্ন ভিন্ন করে
কোন বিষাক্ত বাসুকীর ফণা দিগন্ত দিল ঢেকে ।
প্রলয়ংকর নিঃশ্বাসে তার ধ্বংস ছড়াল দিক্‌বিদিক
আণবিক সে, দানবিক সে মৃত্যু-নৃত্য নেচে
ধ্বংস-নৃত্য নেচে ।
দারুণ আগুন দহনজ্বালায় দগ্ধ ভস্মিভূতা—
প্রশান্তদুহিতা ।

প্রশান্তদুহিতা, মরমিয়া মিতা কোথা সাগরিকা গো
বাতাসে ঝুরিছে বাদল ঝিরঝির আকাশে ঝুরিছে তারা
দিগ্‌বধূরা গুমরি গুমরি কাঁদিছে সঙ্গীহারা
বেলাভূমি বুকে আছাড়ি ঢেউ কাঁদে, কোথা সাগরিকা গো ।

আমার এ অঙ্গীকার, আমার এ অঙ্গীকার
আক্রান্তপ্রশান্তের অশান্ত্যবিহঙ্গ দুরন্তদুর্নিবার।
ঝড়ের নিশানা আমার দু'ডানা চির উড্ডীন, অক্লান্ত
প্রশান্ত হতে অতলান্ত
প্রতিরোধ, প্রতিশোধ, চিরক্ষমাহীন চিরক্ষমাহীন।
আমার শান্তিগানে বিদ্রোহবান আনে
আফ্রোএশিয়া আমেরিকায়
আমার ডানায় তোলে আঁধিয়া আকাশতলে
ঝনন ঝনন মরুঝঞ্ঝা সাহারায়,
নদনদী প্রান্তরে অরণ্য অন্তরে-পাহাড় গহ্বরে
রক্তে আদায় করি রক্তের ঋণ
আমিই ভিয়েৎমিন আমিই ভিয়েৎমিন আমি ভিয়েৎমিন।

রচনাকাল/১৯৬৪

ফুলগুলি কোথায় গেল

ফুলগুলি কোথায় গেল
কতদিন কেটে গেল
ফুলগুলি কোথায় গেল
কতদিন হলো।
ফুলগুলি কোথায় গেল
ফুলকুমারী ছিঁড়ে নিল
আর কবে বুঝিবে বলো
তারা বুঝিবে বলো॥

কুমারীরা কোথা গেল
কত দিন কেটে গেল
কুমারীরা কোথা গেল
কত দিন হল।
কুমারীরা কোথা গেল
সৈনিকের সাথী হলো
আর কবে বুঝিবে বলো
তারা বুঝিবে বলো॥

সৈনিকেরা কোথা গেল
কত দিন কেটে গেল
সৈনিকেরা কোথা গেল
কতদিন হলো—
সৈনিকেরা কোথা গেল
সমাধি ছায়া তলে
আর কবে বুঝিবে বলো
তারা বুঝিবে বলো॥

সমাধি কোথায় গেল
কতদিন কেটে গেল
সমাধি কোথায় গেল
কতদিন হলো।

সমাধি কোথায় গেলো
ঝরাফুলে ঢেকে দিল
আর কবে বুঝিবে বলো
তারা বুঝিবে বলো ॥

অনুবাদকাল / ১৯৬৫

Where have all the flowers gone পিট সিগারের বিশ্ববিখ্যাত গানটির অনুবাদ।

ভারতের হিমালয়ের এক শিশু দেবদারু

ভারতের হিমালয়ের এক শিশু দেবদারু
মহাচীনের থাইহাং পাহাড়ে হয়েছে সে মহীরুহ
আহা, কী মহান মহীরুহ ॥
মুক্তি ফৌজের রক্তধারায় হয়েছে সিঞ্চিত
মহাচীনের মহাজনতার মমতায় লালিত
হয়েছে অহরহ।
আহা, কী মহান মহীরুহ ॥

শত্রুবোমায় ঝঞ্ঝা তুষারে অনাহারে অহর্নিশ
সংগ্রাম ও সেবার একটি নাম দ্বারকানাথ কোটনিস্ ;
আন্তর্জাতিকতার রসে সে মহীরুহ অমর
চীন ভারতের মাটির গভীরে মেলেছে শিকড়
তারই ছায়ায় দু'দেশের প্রাণ, মিলেছে প্রত্যহ—
আহা, কী মহান মহীরুহ ॥

১৯৭৪ এর গ্রীষ্মে শিজিয়াচুয়ানে ডাঃ কোটনিসের সমাধিতে পুষ্পস্তবক স্থাপন করার পর এই গানটির রচনা আরম্ভ হয়। উত্তর চীনের থাইহাং পাহাড় ছিল অষ্টম রুট বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি। সেখানে কর্মরত অবস্থায় ডাঃ কোনিসের মৃত্যু হয়।

মহানগরীর রাজপথে যত রক্তের স্বাক্ষর[1]

ভুলবো না, ভুলবো না, ভুলবো না—
মহানগরীর রাজপথে যত রক্তের স্বাক্ষর,
অগ্নিশিখায় অঙ্কিত হলো লক্ষ বুকের 'পর
আমরা ভুলবো না ॥

হাতে শহীদের সমাধি ফলক,
ললাটে পরেছি রক্ততিলক,
—রক্তের ঋণ রক্তে শুধবো শপথ ভয়ঙ্কর
ভুলবো না, ভুলবো না, ভুলবো না— ॥

উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
বুভুক্ষিতের অশ্রুজল,
পুঞ্জিত হয়ে এনেছে এবার কালবোশেখীর ঝড়
কাল বোশেখীর ঝড়—;

আহত বক্ষে গর্জে ক্রোধ
চাই প্রতিরোধ ; চাই প্রতিশোধ,
রক্তের রাখি-বন্ধনে মোরা মিলেছি পরস্পর ॥
ভুলবো না, ভুলবো না, ভুলবো না ॥

রচনাকাল / ১৯৪৬

[1] সুরারোপ করেছেন পরেশ চক্রবর্তী।

আমি যে দেখেছি সেই দেশ

আমি যে দেখেছি সেই দেশ, উজ্জ্বল সূর্য-রঙিন
আমি যে দেখেছি 'শত ফুল বাগিচায়'
'পূবালী বাতাসে' কী সুবাস ছড়ায়
ভ্রমরের গুঞ্জনে শুনেছি প্রচার
'বিষাক্ত আগাছা' হয়েছে বিলীন।
উজ্জ্বল সূর্য-রঙিন ॥

আমি যে দেখেছি আহা রূপালী নদী
'আনসানে' 'উহানে' বয় নিরবধি
ফারনেসে ফারনেসে ইস্পাতী মন
নতুন প্রাচীর গড়ে অজেয় কঠিন।
উজ্জ্বল সূর্য-রঙিন ॥

দেখেছি অশ্রুমতী হোয়াংহোর জল
হাসির তরঙ্গ রঙ্গে হয়েছে নির্মল
সেতুবন্ধ ইয়াংসীর শুনেছি কল্লোল
চিরতরে ঘুচে গেছে বন্যার দিন।
উজ্জ্বল সূর্য-রঙিন ॥

দেখেছি 'ড্রাগনবাহী' কোটি শ্রমবীর
'পাহাড়ের চূড়া ভাঙে, বাঁক ফেরায় নদীর'
বিস্ময়ে দেখেছি 'কমিউনে কমিউনে'
নতুন মানুষ গড়ে 'তাচাই, তাচিং'
উজ্জ্বল সূর্য-রঙিন ॥

আমি যে দেখেছি তাঁরে 'থিয়েন আন মানে'
রেশমী লণ্ঠন আভায় রাঙা কুংতানে

সেই দেশের রূপকথার মহাকাব্যিগর

দু' চোখে বিশ্বের আলো—শঙ্কাবিহীন।

উজ্জ্বল সূর্য-রঙিন ॥

রচনাকাল / ১৯৭৪

সিনকিয়াং প্রদেশের উইঘুর উপজাতির একটি বিখ্যাত লোকসঙ্গীতের সুর অবলম্বনে।
'শতফুল বিকশিত হোক—সমাজতন্ত্রী সংস্কৃতি গড়ার পদ্ধতি। "পূবালীবাতাসে পশ্চিমী বাতাস পিছু হটে"—সমাজতন্ত্রের শক্তির কাছে ধনতন্ত্রের শক্তি পরাজিত হচ্ছে। 'বিষাক্ত আগাছা'—বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা। আনসান, উহান—চীনের দুটি বৃহৎ ইস্পাতকেন্দ্র। 'পাহাড়ের চূড়া ভাঙো, নদীর বাঁক ফেরাও'—দীর্ঘপদক্ষেপের ধ্বনি। তাচাই—চীনের সমাজতন্ত্রী কৃষির আদর্শস্থল। তাচিং—চীনের আদর্শ তৈলউৎপাদন কেন্দ্র। কুংতান—চীনের প্রাচীন ঐতিহ্যের রেশমী লণ্ঠন। 'তিয়েন আন মান—'স্বর্গীয় শান্তির দ্বার' পিকিঙে ইতিহাস প্রসিদ্ধ মণ্ডপ ও বাগ।

জালিনাবাগের জালালাবাদের

জালিনাবাগের জালালাবাদের এসেছে আদেশ
চলো চলো বীর, পরো পরো বীর
সৈনিকের বেশ ॥
স্বাধীনতা-সংগ্রাম হয়নি তো আজো শেষ ॥
হত্যাকারীর আজো হয়নি বিচার
হয়নি তো শোধ, দু'শতকের রক্তের যতো ধার
শোষণের কারাগার ঘিরে চারিধার
ভ্রাতৃবিরোধে ডুবেছে স্বদেশ ॥
চলো চলো বীর··· ·····

এতো নহে বন্দর
এ যে চোরা বালুচর
দস্যুর ঘাটে তুমি ফেলেছ নোঙর
যাত্রীরা হুঁশিয়ার——
কুচক্রী কালো মেঘ ঘিরে চরাচর
যাত্রীরা হুঁশিয়ার——
ধ্বংসের দানবেরা মিলায়েছে হাত
স্বদেশে, বিদেশে মিলে একসাথ
হানো শেষ আঘাত, হানো শেষ আঘাত
বিষাক্ত নাগিনীরে কর নিঃশেষ ॥

রচনাকাল / ১৯৪৮

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রারম্ভ-গীত ৺বিনয় রায়ের নেতৃত্বে গীত। সুর দিয়েছেন দেবব্রত বিশ্বাস

আমরা তো ভুলি নাই শহীদ•

আমরা তো ভুলি নাই শহীদ একথা ভুলবো না
তোমার কলিজার খুনে রাঙাইলো কে আন্ধার জেলখানা।
যখন গহীন রাতে আন্ধার পথে চমকায় বিজলী
(তোমার) বুকের খুনের দাগে দাগে আমরা পথ চলি ;
সেই কাল সাপেরই কুটিল গুহায় আমরা যে দেই হানা
তোমার বহুল বুকে ছোবল দিল যে নাগিনীর ফণা ॥

বলো কি করে ভুলি সে কথা
খুন করে গোপনে তোমার জ্বালাইল চিতা.
সেই চিতার আগুন জ্বলে দ্বিগুণ
জ্বলে দিকে দিকে রে বন্ধু
জ্বলে বুকে বুকে রে বন্ধু
জ্বলে চোখে চোখে—
জ্বলে অগ্নিকোণে রক্তমেঘে কালবৈশাখীর ডানা ॥

তুমি ছিলায় গরীব কিষাণ এই মাটির সন্তান
হাতে নিলায় তাই তো বন্ধু দুঃখীর এই লাল নিশান
রে সাথী সর্বহারার নিশান
সেই লাল নিশানের মান রাখিতে দিলায় বন্ধু জান
বন্ধু, লুটাইলায় পরাণ
তোমার রক্তে রাঙা নিশান দিল পথের নিশানা ॥

রচনাকাল / ১৯৫০

তিব্বতী গান

কি করে আদর জানাই
কি সুরা যে পান করাই
কি মরমের দিই উপহার
দিব না *'হাতা' হৃদয়ের গাথা
দিব শুধু একটি গান—
'ছ'—ইয়ালাছ মুক্তিফৌজ
লও মোদের গান ।।

পাষাণের দেশে তোমরা
আনলে প্রাণের ঢল
যুগযুগান্তরের দাসত্বের, টুটিল শৃঙ্খল
কৃতজ্ঞতায় ভরা যে অন্তর,
তাই গাই গান—
সাংস্কৃতিক বিপ্লব কৃষ্টির ক্ষেত্রে
আনিল সৃষ্টির বান—
'ছ'.........ইয়ালাছ——
মুক্তিফৌজ লও মোদের গান ।।

অনুবাদকাল / ১৯৭৪

'হাতা' :—যে নতুন কাপড়ের টুকরো দিয়ে অতিথিকে তিব্বতীয় প্রথায় স্বাগতম জানানো হয়।

জনহেনরী

১

নাম তাঁর ছিল জন হেনরী
ছিল যেন জীবন্ত ইঞ্জিন
হাতুড়ির তালে তালে গান গেয়ে শিস্ দিয়ে
খুশি মনে কাজ করে রাতদিন ॥
হো হো (৪) খুশি মনে কাজ করে রাত দিন ॥

২

কালো পাথরে খোদাই জন হেনরী
গ্র্যানাইটে গড়া পেশী ঝল্মল্
হাতুড়ির ঘায়ে ঘায়ে পাথরে আগুন ঝরে
হাতুড়ি চালানো তার সম্বল ॥
হো হো (৪) হাতুড়ি চালানো তার সম্বল ॥

৩

ভার্জিনিয়ার রেল-সুড়ঙ্গে
পাথুরে পাহাড় কেটে কেটে
রেল লাইন পাতা হবে হেনরীর হাতুড়ির
ঘায়ে ঘায়ে রাত যায় কেটে ॥
হো হো (৪) ঘায়ে ঘায়ে রাত যায় কেটে ॥

৪

জন হেনরীর চির প্রিয় সঙ্গিনী
নাম তার মেরী ম্যাগ্‌ডেলিন
সুড়ঙ্গের কাছে যেতো কান পেতে শুনতে
হেনরীর হাতুড়ির বীন ॥
হো হো (৪) হেন্‌রীর হাতুড়ির বীন ॥

৫

সাদা সর্দার কাজ চায় আরো
স্টীম ড্রিল করে আমদানী
আশঙ্কা হেনরীর মেসিনের কাছে বুঝি
পেশী নিবে পরাজয় মানি ।।
হো হো (৪) পেশী নিবে পরাজয় মানি ।।

৬

আমি মেসিনের হব প্রতিদ্বন্দ্বী
জন হেনরী বলে বুক ঠুকে
স্টীম ড্রিলের সাথে চলে হাতুড়ি পাল্লা
কে আর বলো তাকে রোখে ।।
হো হো (৪) কে আর বলো তাকে রোখে ।।

৭

সাদা সর্দার বলে হেসে হেসে
কালো নিগারের দেখো দুঃসাহস
তোর যদি জয় হয় হবে না সূর্যোদয়
দুনিয়াটা হবে তোর বশ ।।
হো হো (৪) দুনিয়াটি হবে তোর বশ ।।

৮

জন হেনরীর হাতুড়ির ঝলকে
চমকায় বিজলীর গতি
মানুষের সৃষ্টি দুরন্ত স্টীম ড্রিল
মানুষেরই কাছে মানে নতি ।।
হো হো (৪) মানুষেরই কাছে মানে নতি ।।

৯

অগ্নিগিরি হলো রুদ্ধ
থেমে গেলো হাতুড়ির শব্দ
হেনরীর জয়গান চারিদিকে ওঠে যাবে
হৃৎপিণ্ড তার স্তব্ধ ।।
হায় হায় (৪) হৃদ্‌পিণ্ড তার স্তব্ধ ।।

১০

জন হেনরীর কাঁচ ফুল মেয়েটি
পাথরের বুকে যেন ঝর্ণা
মার কোল থেকে সে পথ চেয়ে আছে কাব,
বাবা তার আসবে না, আর না
হায়, হায় বাবা তার আসবে না, আর না।

১১

পাখির কাকলি ভরা ভোরে
পূবালী আকাশ যবে রঙীন
হেনরীর বীরগাথা বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে
সিটি দিয়ে চয়ে যায় ইন্‌জিন্‌॥

১২

প্রতি মে দিবসের গানে গানে
নীল আকাশের তলে দূর
শ্রমিকের জয়গানে কান পেতে শোনো ঐ
হেনরীর হাতুড়ির সুর।
হো হো (৪) হেনরীর হাতুড়ির সুর॥

অনুবাদকাল / ১৯৭৩

গত শতাব্দীর সত্তর দশকের একটি সত্যঘটনাকে অবলম্বন করে এই গীতিকাটির জন্ম। গীতিকাতে সবদেশেই কাহিনীর সঙ্গে কিম্বদন্তী মিশে থাকে, এবং বিভিন্ন সময়ে কোন অজ্ঞাত রচয়িতা দ্বারা নতুন সংযোজনও ঘটে থাকে। এখানেও হয়েছে তাই। আমেরিকার বিভিন্ন লোকসংগীতের সংগ্রহপুস্তকে পাঠের বিভিন্নতা আছে। বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন গায়ক, পিট্ সিগারের মতে এটি আমেরিকার 'মহত্তম গীতিকা (Noblest Ballad)।

মাউণ্ট ব্যাটেন মঙ্গল কাব্য

মাউণ্ট ব্যাটন সাহেব ও
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে
    থুইয়া গেলায় ও
তোমার সোনার পুরী আন্ধার কইরা ও ব্যাটন সাহেব
    তুমি কই চলিলায়,
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও।

সর্দার কান্দে, পণ্ডিত কান্দে, কান্দে মৌলানায়
    কিরে হায়, হায়, হায়।
আর মাথাই এযে মাথা কুটে বলদায় বুক থাপড়ায়।

তোমার শ্যামা চেট্টি ভক্তবৃন্দে ও
    তারা ধুলায় গড়াগড়ি যায়।
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও।

কান্দে রাজা মহারাজা তোমার পোষ্য বাছা
    ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কান্দে ও
        কালা বাজারের প্যাট্লা হুতুম প্যাঁচা
তোমার নয়াদিল্লী ডুবু ডুবু ও
        বুঝি ভঙ্গবঙ্গ ভেসে যায়
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও।

যেইন তোমার পরবর্তী
আইলা গোপাল রাজ চক্রবর্তী
আইলা গান্ধীভস্ম তিলক মাথায়
        ধুতি চাদর গায়
        মরি হায় হায়রে—
ক্লাইভ কার্জনের বংশে বাতি বামুনে জ্বালায়
        মরি হায় হায়রে
বামুনের খুশী মন, হাপুস নয়ন
তোমার বেতের ব্যাটন কান্দিয়া ভিজায়।

তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও।

রাম গেলা বনবাসে বেউলা হইলা রাঁড়ি
(আর) যুগল ব্যাটন বিলাত গেলা কান্দে গোপালাচারী
দিল্লী হইতে পুষ্পক রথে গেলায় উড়িয়া
করজোরে ভক্তবৃন্দ আসমানে চাইয়া
প্রভু নাই নাই রে।
কান্দিও না সর্দার পণ্ডিত
কাইন্দ না কাইন্দ না।
আমি যাহা দিয়া গেলাম নাই যে তার তুলনা—
(আমি যাই যাই রে)

যাইবায় যদি এটলী বাপার তুমি কইও গিয়া
ডোমিনিয়ন প্রেমের ডোরে রাখে যেন বান্দিয়া।
(হায় নাই নাইরে)
মিছা কেনে ভাবনা কর ভয়ের কিবা আছে
অশরীরী ছায়া আমার থাকবে কাছে কাছে
আমি যাই যাইরে।।

তোমার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গতিক ভালো নয়,
জান সে মোদের খাঁচা ছাড়া কখন কি যে হয়।।
(প্রভু নাই নাই রে)।

আমরা আছি, মার্শাল আছে, আছে আমেরিকা
এই জাহাজের হও গাধা বোট নইলে বিষম ঠেকা।।
(আমি যাই যাইরে)।

নয়া দিল্লীতে ঘোর কলিতে
আইলা কল্কি অবতার—কি বাহার।
পতিত ভারত করিতে উদ্ধার।
বড় বড় দেশ নেতা দিলা পায়ে ধর্ণা
তপস্যায় লভিলেন বর স্বরাজ অন্নপূর্ণা
"হবে ধনধান্যে পূর্ণা"।।
হবে ধনধান্যে পূর্ণা।

শুন শুন শুন সবে শুন দিয়া মন (ভালো বেশ বেশ)
স্বরাজের মাহাত্ম্য আমি করিব বর্ণন ।। (ভালো বেশ বেশ)
পনেরো আগস্ট দিনে সাতচল্লিশ সন । (ভালো বেশ বেশ)
দশভূজা স্বরাজ দেবী কৈলা আগমন । (ভালো বেশ বেশ)
সাগর পারের বুড়া সিংঘী রহিলা বাহন (ভালো···)
দশ হাতে দেখি নূতন দশ প্রহরণ । (ভালো···)
প্রথম হাতেতে ধরেন খড়্গ প্রহরণ (ভালো···)
অখণ্ড দেশের মুণ্ড করিলেন ছেদন । (ভালো···)
দ্বিতীয় হাতে বরাভয় অহিংস ব্যাটন (ভালো···)
সাধুরে দমন করেন চোরেরে পালন । (ভালো···)
তৃতীয় হাতে করেন দেবী কন্ট্রোল নিধন (ভালো···)
এক দৌড়ে চল্লিশ টাকায় ওঠে চালের মন । (ভালো···)
চতুর্থ হাতেতে করেন বসন হরণ (ভালো···)
ন্যাংটা শিবের ধর্ম দেশে করেন প্রচলন । (ভালো···)
পঞ্চম হাতে বশীকরণ মারণ উচাটন (ভালো···)
ক্ষুধার ভূত কাঁদুনে গ্যাসে করেন বিতাড়ন । (ভালো···)
ষষ্ঠ হাতে বন্ধ করেন জাতীয়করণ (ভালো···)
জাতিভেদ দূর, আসে বিজাতী মূলধন । (ভালো···)
সপ্তম হাতে করেন দেবী দালাল ইউনিয়ন (ভালো···)
কৃষকসভা, মজুর সংঘে পাঠান বিভীষণ । (ভালো···)
অষ্টম হাতে ভক্তজনে বর বিতরণ (ভালো···)
মন্ত্রিগিরি, কন্ট্রাকটারী করিলেন বণ্টন । (ভালো···)
নবম হাতে গান্ধীভস্ম ঔষুধ ধারণ (ভালো···)
রাষ্ট্রদ্রোহী সর্বরোগে বিশল্যকরণ । (ভালো···)
দশম হাতে নিরাপত্তার নাগপাশ বন্ধন (ভালো···)
লাল জুজু নিশম্ভুরে করিতে নিধন । (ভালো···)
কণ্ঠে তার গড সেভদি কিং জনগণমন ।
দেশবাসী কর দেবীর গুণ সংকীর্তন ।।
এবার দেশবাসীগণ গাও স্বরাজ ভজন
রঘুপতি রাঘব মাউণ্ট ব্যাটন ।
জয় জয় রঘুপতি রাঘব মাউণ্ট ব্যাটন ।
টাটা বিড়লা তেরে নাম

জয় বল্লভ গোপাল রাজা রাম ॥
মজুর কিষান হ্যায় নিমক হারাম
মুঝকো মুনাফা দে ভগবান ॥
যে বাঁশেতে বাজলোরে ভাই স্বরাজের বাঁশরী
সেই বাঁশ যে ডাণ্ডা হইয়া মাথায় মারলো বাড়ি ।
(আহা মরি মরি মরি)
মাটি চাইয়া লাঠি পাইলাম দিয়া বুকের খুন
হাসির বদল ফাঁসি পাইলাম দই-এর বদলে চুন ।
(আহা মরি মরি মরি)
চাকরী চাইয়া ছাঁটাই পাইলাম কাপড় চাইয়া দড়ি
এখন কলস যে ভাই কিনি হাতে নাইতো এমন কড়ি ।
(আহা মরি মরি মরি)
হিন্দুস্তানে শ্বশুরবাড়ি পাকিস্তানে ঘর
মধ্যিখানে ভূতের ময়দান বউ যে হইল পর ॥
(আহা মরি মরি মরি)
রামরাজ্য চাইয়া পাইলাম হনুমানের বংশ
লেজের আগুন দিয়া সোনার লঙ্কা করে ধ্বংস ॥
(আহা মরি মরি)
ঠগের বাড়ি নিমন্ত্রন বুঝিলায় অবেলা
রাজভোগ খাওয়াইবো কইরা খাওয়াইলো কাঁচকলা ॥
(আহা মরি মরি)
মাথায় ভাঙ্গলো কাঁঠাল ভাইরে মুখে লাগলো আঠা
স্বরাজের মন্দিরে আমরা হইলাম বলির পাঁঠা ॥
(আহা মরি মরি)
মাউন্ট ব্যাটন মঙ্গল কাব্য হেথায় সাঙ্গ হইল
প্রেমানন্দে বাহু তুলে রাম রাম বলো ।
এবার দেশবাসীগণ গাও স্বরাজ ভজন
রঘুপতি রাঘব মাউন্ট ব্যাটন ॥

রচনাকাল / ১৯৪৮

লর্ড মাউন্টব্যাটনের ভারত ত্যাগের সময় রচিত। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীত্বে ছিলেন জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই পেটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

বেহুলার ভেলায়

বেহুলার ভেলায় যায় ভেসে যায়
অভাগী বাংলা মা
ভাসানের ঢাকে ছেয়েছে বাতাস
ভাসমান প্রতিমা ।।
মিথ্যা তোমার প্রগতিবন্ধু মিথ্যা জ্ঞানের গরিমা ।
অভাগী বাংলা-মা ।।
ঘরে ঘরে আজ নিভেছে বাতি
ফিরে এল ওগো একি কালরাতি
শস্য শ্যামলা প্রান্তরে কালো মৃত্যুর পরিক্রমা
অভাগী বাংলা-মা ।।
কল্পনাতীত এ দুর্গতি
পরিকল্পনার একি পরিণতি
যে বাঁধ ভেঙ্গেছে মানুষের দোষে
তার কি আছে ক্ষমা
অভাগী বাংলা-মা ।।
এ দুঃখের কিবা পরিমাপ
কারে তুমি বন্ধু কর অভিশাপ
এ আমার এ তোমার পাপ
ভুলেছি জনশক্তির মহিমা ।।
অভাগী বাংলা-মা ।।

রচনাকাল / ১৯৭৮

বাংলা বন্যায়

আসমানেতে দেয়া ডাকে গুর গুর গুর গুর গুর
বুকের মধ্যে ঢেকি কুটে কুর কুর কুর কুর কুর।
মাঝি যাইও না আইজ দূর ।।

মাছ মারিয়া যেজন খায় মাছ লইয়্যা যার ঘর
পানির লগে জালোয়ার পীরিত পানিত কিবা ডর
আমার নাও-এ কর ভর ।।

পদ্মার পীরিতে আমার নাও-এর ছলাৎ ছল্যাৎ পানি
কন্যা তুমি শুনছনি—
ঢেউ-এর ঢলাঢলি রে মন-পরাণ যে নেয় টানি
আমার সঙ্গে যাইবানি ।।

আমি তো বুঝি মাঝি তোমার কিবা আছে মনে
পাগলি পদ্মার পীরিতে তোরে কেনে এমন টানে
তোমার কিবা আছে মনে ।।

রচনাকাল / ১৯৭৭

লাইম লাইট অভিনীত "পদ্মানদীর মাঝি" নাটকের জন্যে রচিত।

আমি যাই শাওশান

আমি যাই শাওশান, আমি যাই শাওশান
বিদেশী বন্ধু তুমি কোথা ধাবমান
কার তরে মন তব এত আনচান ॥

দু'ধারে কেটেছি আমি শরতের ধান
বাতাসে ছড়িয়ে গেছে তারি আঘ্রাণ
একটু শোনো, একটু বোসো, আমার দাওয়ায়
গেয়ে যাও গান ॥

শিয়ার নদীর পারে ঐ মোর ঘর
তুমি তো আপন মোর, তুমি নও পর
একটু শোনো, একটু বোসো, আমার দাওয়ায়
এই অভিমান ॥

শাওশানেতে আছে এক পদ্মপুকুর
সেই পদ্মমধুর তরে আমি এলাম এতদূর
সেই পুকুর পারে পাহাড়-ঘেষা ছায়ায় ঘেরা ঘর
তারি মায়ায় পাগল আমি ভিনদেশী ভ্রমর
সে যে আমার ভালোবাসা
আমার স্বপ্ন, আমার গান
আমি যাই শাওশান, আমি যাই শাওশান।

রচনাকাল / ১৯৮০

মাও সে-তুঙ-এর জন্মস্থান। হুনান প্রদেশের এই পাহাড়-ঘেরা গ্রামে পদ্মপুকুর পাড়ে একটি মাটির ঘরে তাঁর জন্ম। এই গৃহটি মুক্তিকামী মানুষের তীর্থ হয়ে উঠেছে।

বাঁচবোরে বাঁচবো

বাঁচবো বাঁচবোরে আমরা বাঁচবোরে বাঁচবো
ভাঙাবুকের পাঁজর দিয়া
নয়া বাংলা গড়বো ।।

বিভেদ গাঙের বাঁধবো দুই কূল
বাঁধবো আবার মিলনের পুল
যত বাস্তুহারা সর্বহারা সুখের গৃহ গড়বো ।।

ঘুচবে দেশের অন্ধকার
আসবেরে প্রাণের জোয়ার
(আমরা) সবাই মিলে তালে তালে আনন্দের গান গাইবো ।।

গোলায় গোলায় উঠবে ধান
গলায় গলায় উঠবে গান
যত মায়ের বুকের শিশুর মুখে হাসির ঝলক আনবো ।।

দীন-দুঃখী অভাগার দল
মোছরে এবার চোখের জল
এল নিখিল বিশ্বে যত নিঃস্বের মহামুক্তির পর্ব ।।

রচনাকাল / ১৯৪৮

ভাঙা বাংলার তার-ছেঁড়া বাউল

সুরের গুরু—
তোমার সুরের সভায় ও
আমার গান কি হবে ভুল
আমি ভাঙা বাংলার তার ছেঁড়া এক সুরহারা বাউল।
আমার মায়া-ভরা ঘরটি ছিল সুরমা নদীর তীরে
যেমন সুরমা আঁকা সজল চোখে থাকে মায়া ঘিরে।
সেই পরাণ গাঙের কুল হারাইয়া
আমি ভাসি স্রোতের ফুল ॥
আমি ভাঙা বাংলার……

ডালের উপর ছিল সুখে পঙ্খী আর পঙ্খিনী
সন্ধান পাইলো গহন বনের কাল নাগিনী
বিষের জ্বালায় সারীর কোমল অঙ্গ হয় আঙ্গেরা
সাথীহারা শুকের শোকে কেন্দে বাংলা হয় সারা।
সেই কান্দনে বুক সারিন্দার তন্ত্রী যে আকুল ॥

(শোন) সেদিন তারে দেখে এলেম শহরের রাজপথে
তোমার ময়নাপাড়ার কালো মেয়ে
বসে ছেঁড়া আঁচল পেতে।
কন্যা তোমার নামটি কি, তারে জিজ্ঞাসি আমি
তুমি কি সেই কবিগুরুর কালো মেয়েটি
ওসে কথা না কয় তার পরিচয়
কালো হরিণ চোখেতে ॥

সেদিন চৈতী দুপুরে দারুণ আগুন রোদ্দুরে
কাজলা মেঘের ছিল না ছায়া মাথার উপুরে
ওসে বসেছিলো একাকিনী
কেউ ছিল না সঙ্গেতে ॥

কোথা সেই জল-ভরা ঘাট কোথা সেই ধেনুচরা মাঠ
জোনাক জ্বলা ঝিল্লী ডাকা সাঁঝের পল্লীবাট,
ও তার ধবলী কি হারিয়ে গেছে
শানবাঁধা শহর পথে ।।

তবু শোন কবিগুরু আমি আজো ভুলি নাই
তুমি যে যাবার আগে বলেছিলে ডাক দিয়ে যাই ।
তোমার কাছে দীক্ষা পেয়ে তোমার সুরে গাই
একতারাতে সহস্রতার বুকের বীন বাজাই ।
সাতভাই চম্পা প্রাণের কলি
ফোটাবে ফুল কৃষ্ণকলি,
শুকনো বাগে আসবে অলি সেদিন দূরে নাই ।।
কৃষ্ণকলি নয় সে খর্ব, পাষাণী অহল্যা অগ্নিগর্ভ
ভূখ মিছিলের সম্মুখে তার ধ্বনি শুনতে পাই ।।

রচনাকাল / ১৯৬১

আজাদী হয়নি আজও তোর

আজাদী হয়নি আজও তোর
নব-বন্ধন শৃংখল ডোর
দুঃখ রাত্রি হয়নি ভোর
আগে কদম কদম চল জোর ॥

শত শহীদের আত্মদান
একি তারই প্রতিদান
দেশদ্রোহীর এ বিধান
চূর্ণ কর কর অবসান ॥

সাম্রাজশাহীর পাতা ফাঁদ
খুনি ধনীকের এ বনিয়াদ
ভাঙরে ভাঙ শোষণের বাঁধ
শোন তেলেঙ্গানার সংবাদ ।

ওরে ও কিষাণ মজদুর
আর মনজিল নয় নয় দূর
ওরে তবু তো পথ বন্ধুর
ডাকে উত্তাল জলসমুদ্দুর ।

রচনাকাল / ১৯৪৯

চীনের একটি লোকগীতি

দূরে নীল পাহাড়ের গায়ে ঘেষা গাঁয়ে
থাকে এক বনবালিকা
রূপে তার আকাশের চাঁদে রঙ লাগে
দু'চোখে চমকে চঞ্চল বিজুলি শিখা ॥

ঝিরঝির ঝর্ণার গা বেয়ে বেয়ে
নেমে আসে প্রতি ভোরে
ধবধবে ফোটা ফুল কাচ মেঘ শিশুটি
দু'হাতে বুকে ধরে ধীরে অতি আদরে ॥

যদি কোনো দিন সেই পথে দেখো তাহারে
হবে যেন পথহারা
বারে বারে ঘুরে ঘুরে সেইখানে যাবে ফিরে
দু'চোখের চাহনিতে হবে পাগল পারা ॥

চাই না ধন-দৌলত হীরামণি জহরত
চাই না গো অট্টালিকা
যাবো সেই পাহাড়ে, হবো মেঘ পালক
শুধু যদি সাথে পাই রূপসী সেই বালিকা ॥

অনুবাদকাল / ১৯৫৮

চীনের ছিঙ্কাই প্রদেশের লোকগীতি।

তোর মরাগাঙে আইল এবার বান

তোর মরাগাঙে আইলো এবার প্রাণ
ওরে ও কিষাণ
তোর মরা গাঙে আইলো এবার প্রাণ ।।
নতুনদিনের নতুন কিষাণ নতুন বিধান
যায় যদি যায় যাক্‌নারে প্রাণ
দিব নাতো ধানরে ।।

ও তুই হাতে নে একতার শক্তিশেল
তোর পাকা ধানে পড়লো এসে
পাগলা হাতির মেল রে, নে একতার শক্তিশেল ;
শেষ লড়াই এ ছুটে কিষাণ বর্গীরা সাবধান
মোকাবিলা করবো এবার লড়াই-এর ময়দানরে ।।
ও তুই জীবনভরে সইলি কত দুঃখ
ফসল তুলে বছর বছর মিটলো না তোর ভুখরে
পাষাণ হইল বুক
আখেরি ফয়সলা হবে, কাস্তেতে দে শান
জুলুমবাজী অত্যাচারের করব অবসান রে ।।
চারদিকে আজ মিলছে জনগণ
হাজং, টিপরা, মনিপুরী, সাঁওতালী বর্মন—রে
মিলছে জনগণ
গোলাগুলির বালির বাঁধে রোখবে কি আর বান
মাটির ছেলে হবে খাঁটি মাটির মালিকান রে ।।
কত শিবরাম সমীরুদ্দিন মরলো দেশের তরে
চাষীর ছেলে শহীদ হইলো প্রতি ঘরে ঘরে রে
মরলো দেশের তরে
তারা নিজে মরে মরার দেশে আনলো প্রাণের বান
আপন রক্ত দিয়া মিল করিল মজুর কিষাণ ।।

রচনাকাল / ১৯৪৬

ঢাকার ডাক

শোন দেশের ভাই ভগিনী
শোন আচানক কাহিনী
কান্দে বাংলা জননী ঢাকার শহরে ।।

ও ভাই রে ভাই—ছিল বুড়িগঙ্গার মরাপানী
তার বুকে কে আনলো জোয়ানীরে
কার কইলজার খুনে বয় উজানী
শুক্‌না বালুচরে ।।

ও ভাই রে ভাই—একুশে ফেব্রুয়ারী দিনে
খুশীর মধু নয়া ফাগুনেরে
হঠাৎ দিন-দুপুরে অমানিশার
ঢাকলো অন্ধকারে ।।

ও ভাই রে ভাই—যে ভাষায় আমার ফুটে বুলি
ফুটে আমার প্রাণের কলিরে
সেই গুলবাগে চালাইলো গুলি
নিতে সেই ফুল ছিঁড়ে রে ।।

ও ভাই রে ভাই—রফিকুলের মাথার খুলি
উড়ায় গরম সীসার গুলি রে
যেমন ফোরাত নদীর পারে আজগর
বিষ তীর খাইয়া মরে রে ।।

ও ভাই রে ভাই—আইলো যখন হাইকোর্টের ধারে
আচম্‌কা ঝাপাইয়া পড়ে—রে
তাজা রক্তমাংস খাইল ছিঁড়ে
(যত) হিংস্র জানোয়ারে ।।

ও ভাই রে ভাই—নিয়া আজিমপুরের গোরস্থানে
রাইতের নিশায় অতি গোপনে—রে
বিনা জানাজা বিনা কাফনে
মাটি দিল কবরে ॥

ও ভাই রে ভাই—(সেদিন) চাক্কা বন্ধ হইলো রেলে
নারায়নগঞ্জের সূতাকলে রে
সেদিন উঠলো না ঢেউ পদ্মার জলে
সুজন নাইয়ার সুরে ॥

ও ভাই রে ভাই—(ফুটলো) লাল ফাগুনের আগুনে ফুল
শহীদ আবুল, বরকত রফিকুলরে
মেঘনার দুইকূল হইলো আকূল
জীবনের জোয়ারে ॥

কাইন্দ না মা কাইন্দ না আর বঙ্গ জননী
তুমি যে বীরপ্রসবিনী গো তুমি শহীদ জননী ॥
আইজ আনন্দের মহরম মাগো খুশীর আগমনী
পদ্মার বুকে মিললো আইয়া গঙ্গানদীর পানী
মরহুম আত্মার করে মোনাজাত বাংলার ভাই ভগিনী
মুছ মাগো মুছ চক্ষের পানী ॥

কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, আলোয়াল একই বৃক্ষের ফুল
মধু, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ, কায়কোবাদ, নজরুল
এই বাংলা ভাষায় গাইয়া গেল যত আউল বাউল
(আইজ) ঢাকার শহরে তাদের সম্মিলনী ॥

যে ভাষায় আমি কান্দি হাসি ভাষা আমার জান
যে ভাষায় রাখাল বাজায় বাঁশি, মাঝি ধরে টান
(আজ) মেশিনগান কি বুঝতে পারে আমার বাংলা গান
জান যাবেতো, যাবে না জবানী ॥

শহীদ স্তম্ভ ভাঙে কারা সাধ্য আছে কার ॰
মোদের সিনায় সিনায় উঠে শহীদের মিনার
সেই মিনারের মোয়জ্জীনের নয়া জমানার
শোন ভোরের শোন আজান ধ্বনি ॥

রচনাকাল / ১৯৫২

হবিগঞ্জের জালালী কইতর

হবিগঞ্জের জালালী কইতর
সুনামগঞ্জের কুরা
সুরমা নদীর গাংচিল আমি
শূন্যে দিলাম উড়া ॥

শূন্যে দিলাম উড়ারে ভাই, যাইতে চান্দের চর
ডানা ভাইঙ্গা পড়লাম আমি কৈলত্তার উপর ।
তোমরা আমায় চিনৃছনি ॥

হাওরের পানী নাইরে হেথায়, নাইরে তাজা মাছ
বিলের বুকে ডালা মেলা, নাইরে হিজল গাছ
বন্ধু নাইরে তাজা মাছ।
তবু নিদহারা নগরের পথে রাইতের দুপুরে
মরমীয়া ভাটিয়ালী আমার গলায় ঝুরে
তোমরা আমায় চিনৃছনি ॥

এই সুরে আছেরে বন্ধু অশথ বটের ছায়া
এই সুরে বিছাইয়া দেয়রে শীতল পাটির মায়া
বন্ধু অশথ বটের ছায়া ।
এইনা সুরের পালের দোলায়, খুশীর হাওয়া বয়
এই সুরের দৌলতে আমি জগৎ করলাম জয়
তোমরা আমায় চিনৃছনি ॥

রচনাকাল / ১৯৬২

সুরারোপ : হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও নির্মলেন্দু চৌধুরী

তোরা বল সখী বল

তোরা বল সখী বল বল বল আমারে
ও কে ঘরের বার, কূলের বার
করলো নারীরে ॥

ছিল ছায়ায় ঢাকা, পাখি ডাকা মায়ায় ঘেরা ঘর
স্বামীর সোহাগ ছিল কত সন্তানের আদর
সেই ঘরে কে আগুন দিল
সর্বস্ব ধন নিল হরে ॥

ছিল বাংলাবধূ বুকে মধু, অমৃতের খনি
আন্ধার ঘর উজল-করা নীলকান্তমনি
সেই বুকে কে গরল দিল
দংশিলো কোন বিষধরে ॥

ওরে হতভাগা দেশবাসী জাগবি কবে বল
সর্বনাশের রসাতলে সমাজ হইল তল
দেশমাতা হয় কুলটা
লম্পটের ব্যাভিচারে ॥

রচনাকাল / ১৯৪৪

পদ্মা কও, কও আমারে

পদ্মা কও, কও আমারে
(আইজ) মন বাঁশুরী কাইন্দা মরে তোমার বালুচরে ।।

পদ্মারে, তুমি আমার ভালোবাসা
তুমি আমার স্বপ্ন আশা
কে বলেরে কীর্ত্তিনাশা কূলভাঙা তোরে
ও যে-জন ভাঙলো কূল ভাঙলো বাসারে
সর্বনাশা চিন্‌নিলা তারে ।।

পদ্মারে, পরান মাঝি হাইল ধরিত
হুসেন মাঝি গুণ টানিত
ভাটিয়ালী সুর নাচিত ঢেউ-এর নূপুরে
কত চান্দের বাতি জ্বলতো জলেরে
রাইতের নিঝুম আন্ধারে ।।

পদ্মারে, কোন বিভেদের বালুচরে
তোর ময়ূরপঙ্খী ভাঙলো ওরে
কোন কালসাপে দংশিলো তোর
সুজন নাইয়ারে
আজ ভেলায় ভাসে বেহুলা বাংলারে
বধূর বিষের জ্বালা অন্তরে ।।

রচনাকাল / ১৯৫২

মন কান্দেরে পদ্মার চরের লাইগ্যা

আমার মন কান্দেরে পদ্মার চরের লাইগ্যা
দরদীরে, মন কান্দে পদ্মার পাড়ের লাইগ্যা ॥
আমার শান্তির গৃহ, সুখের স্বপনরে
দরদী কে দিল ভাঙিয়া ।।

পানীত কান্দে, পানী খাউরি,
শুকনাত কান্দে টিয়া
আমার অভাইগ্যার অন্তর কান্দেরে
পোড়া দেশের লাগিয়া ।
দরদীরে, আমার আমগাছে ধরেনি মুকুল
আমার ঝিঙা মাচায় ফোটেনি ফুল
আয়নি বকুল তলায়
আউল্যা চুলে সন্ধ্যা নামিয়া
গহীন রাইতে একলা ডালেরে
দুঃখিনী ডাকেনি পাপিয়া ।।

কার্তিক মাসে বুকে ক্ষীর, ক্ষেতের ধানে ধানে
অঘ্রানে রান্ধুনী পাগল নয়া ভাতের আঘ্রানে ;

দরদীরে আশ্বিন মাসে কত খুশীতে
ভাইধন আইতো নাইঅর নিতে
ভরা গাঙে রাঙলা নাও বাইয়া ,
আইজ কূলে আমার লক্ষীন্দর
বিষে অঙ্গ জরজর
আমি বেহুলা চলছি ভেলায় ভাসিয়া ॥

রচনাকাল / ১৯৫২

লাল লণ্ঠন নাটকের গান

থিমেই ঃ বুকের পাঁজরে ঢাকা আছে গুপ্তধন
অগণন বুকের জ্বালায় জ্বলে লাল লণ্ঠন।

লি-ইউ-হো ঃ আঁধার রাতে ঝড়ো হাওয়া বহে শন শন্ শন্
হাতে মোর অনির্বাণ জ্বলে লাল লণ্ঠন।
উত্তরে দূর পাহাড়ের গা বেয়ে
পার্টির দূত নিয়ে দ্রুত
ট্রেন আসছে ধেয়ে ॥

লি খুড়ি ঃ উত্তাল ঢেউয়ে উদ্দাম
নির্ভীক নাবিক মন
হিংস্র ব্যাঘ্র দেখি—
শিকারীর জ্বলে নয়ন ॥
এই আঁধারের বক্ষ ভেদি
বিপ্লব বহ্নিশিখা
জ্বালবে জ্বালবে জ্বালাবেইরে—
দিগন্তের বন্ধন ॥

থিমেই ॥ আছে অগুনতি খুড়ো আমার
(আমার) অতি আপন জন।
তবু তারা যে অচেনা
কত আছে অগণন ॥
আপনার চেয়ে আপন
স্বজনের চেয়েও স্বজন
তারা সাচ্চা বীর
আমার বাবার মতন ॥
তাঁরা যে অচেনা
(তারা) নাম না জানার দল
দেয় মৃত্যুর বুকে হানা
ধীর, স্থির, অচঞ্চল ॥

সমবেত : প্রচণ্ড রোষে ফোঁসে অসন্তোষে
নির্যাতিত জনতা
বসন্ত বজ্রে গুরু গুরু গর্জে
ঘোষিল এই বারতা ।।

উত্তরী-পাহাড়ের বীর গেরিলার
ঐ শোন আগমনী
লাল লণ্ঠনের আলোর ইশারায়
দীপ্ত পথের নিশানী ।।

থিমেই : আমি যে বিপ্লবের কন্যা
আজ আমারে আমি যে চিনি
শোন শোন রূপকথা নয় সে যে
লাল লণ্ঠনের শোন কাহিনী ।।

বীর গেরিলার সঙ্গিনী আমি
এই তো মোর পরিচয়
মুক্তিফৌজের দৃঢ় পদক্ষেপে
পৌঁছাবই লক্ষ্যে নিশ্চয় ।

মহান পার্টির ছত্রছায়ায় পেয়েছি যে চির বরাভয় ।

সমবেত : ইয়াংসীর বুকে যেমন ওঠে ঢেউ
সে তরঙ্গ রুখতে পারে না তো কেউ
রক্তের সায়রে ফুটে যে ফুল
অত্যাচারের খর বন্যায়
হয় না নির্মূল
সৌরভে আকুল ।।

কোরাস : মহাচীন আমাদের দুর্জয় চীন
প্রত্যুষ-সূর্যের মতো রঙীন
ঘোর ঘনঘটা মেঘে আসুক দুর্দিন
তবু পতাকা রবে চিরউড্ডীন ।।

হোয়াংহোর বন্যায় নেই আর চোখের জল
কুলপ্লাবী উল্লাসে সমুদ্র কল্লোল
লাল নক্ষত্রের দেশ ঐ ইয়েনান
সাম্যবাদের শিখা অনির্বাণ
।পথের নিশান
মোদের পার্টি মহান ।।

রচনাকাল / ১৯৬৯

চারণদলের 'লাল লণ্ঠন' চীনা নাটকের বাংলা রূপান্তরের জন্য রচিত।

গুলিবিদ্ধ গান যে আমার

(খাদ্য আন্দোলনের শহীদের উদ্দেশে)

গুলিবিদ্ধ গান যে আমার খুঁজে খুঁজে মরে
কোন অভাগিনী মায়ের সন্তান ফিরেনি ঘরে
তাঁরে খুঁজে খুঁজে মরে ।।

সান্ধ্য আইনের কুটিল অন্ধকারে
কৃষ্ণনগর হতে যায় যে কোন্নগরে
ঘুরে আউলী হয়ে বাঁসিরহাটে
ইছামতীর চরে
কারে খুঁজে খুঁজে মরে ।।

কার বুকের ক্ষত হতে রে বন্ধু রুধির আজো ঝরে
কার দহন জ্বালা ধিকি ধিকি জ্বলিছে অন্তরে রে
বন্ধু রুধির আজো ঝরে ;
তাই ঘরে ঘরে নীরব কান্নায়
কণ্ঠ আমার সুর খুঁজে না পায়
সে হতে চায় বাজ-বিজুলী কালবৈশাখীর ঝড়ে ;
তারে খুঁজে খুঁজে মরে ।।

রচনাকাল / ১৯৬৬

এগিয়ে চল মুক্তিসেনা

(ভিয়েৎনামী মুক্তিফৌজের গান)

এগিয়ে চল মুক্তিসেনা দৃঢ় পদক্ষেপে
চূর্ণ করি দম্ভশির সাম্রাজ্যশাহী ইয়াঙ্কীর।
মুক্তিসেনাদল, প্রবাহিনী নীল মেকং
ধূম্র পাহাড় ট্রুয়ংসং ঐ হাঁকে বীর।।

শুরু হলো আখেরী জং
ঝঞ্ঝা মৃত্যু পায়ে দলি
দুর্বার চলে ভিয়েতকঙ
বজ্রশিখায় উদয় আকাশে লিখছে নাম
মুক্তস্বাধীন ভিয়েৎনাম।।
এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।।

অনুবাদকাল / ১৯৬৬

এ মাটির এই ধূলিকণায়

এই মাটির এই ধুলিকণায়
কতো রক্তরেখা
এই মাটির এই ঘাসে ঘাসে
ইতিহাস লেখা।

কতো মায়ের নিদ-হারা রাত আকুল নয়ন
কতো বধূর নিশুতি রাতের গোপন ক্রন্দন
হয়নি মিছে, রচিল সে আমারি স্বপন
ও সে আমারি স্বপন ।।

বারে বারে বন্যা এলো ঝঞ্ঝা ঝড় বাদল
এই মাটিকে ছিনিয়ে নিতে বন্য পশুর দল ;
প্রতিরোধে ফাঁসিরমঞ্চে শুনি মাটির গান
নীল সাগরের ওপার হতে ডাকে আন্দামান
আমার মাটি, আমার মা-টি
আমার অভিমান ।।

রচনাকাল / ১৯৬৭

উৎপল দত্ত লিখিত "রাইফেল" যাত্রার জন্য রচিত। (নসিবন চরিত্র গীত।)

আমার গাঁয়ের শীর্ণ নদী

(বাংলা-বনগীত)

আমার গাঁয়ের শীর্ণ নদীটির শীতল জলে
চাঁদের ডিঙি ভেসে চলে
কূলে কূলে তার কচি বাঁশের ঝাড়
হেলে দোলে পড়ে ঢলে ।।

চকিত চাহনি বনের হরিণী বালুচরে ঘুরে ঘুরে
ঠমকি ঠমকি, দেখে আপনারে
ফটিক জলের মুকুরে ।

সেই সে নদীর পিয়ালীর বাঁকেতে
একটি কুড়ে ঘরে
সে ছিল মোর নয়নের মণি
ভুবন উজল করে –
তোমরা কি জান, কোথা গেল সে
কোন্ সে অজানা দেশে
শূন্য ঘাটে আসে না তো কেউ
কলসী গেল ভেসে ।

তার লাগি কোকিল কাঁদে
ও ময়না, ময়না ও
তার লাগি ডাহুক ডাকে
ও ময়না, ময়না ও
ও ময়না চাঁদের কণা –
কই গেলি, কই গেলি, কই গেলি ।
জীবনের ধন
তার কথা এই নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে বলে
চাঁদের ডিঙি ভেসে চলে ।।

রচনাকাল / ১৯৫৮

মুক্তি শিবিরে হাঁকে বিউগল

সৈনিক, মুক্তিশিবিরে হাঁকে বিউগ্‌ল্
আহ্বান শোন ঐ সেনানীর ॥
তালে তালে ফেল পা কমরেড
শিরে তব গুরুভার ধরণীর ॥

সংকটে সুযোগের ইঙ্গিত
গাও সবে ঐক্যের সঙ্গীত
স্বদেশের স্বাধিকার নহে দূর
সমাপ্তি শাসকের শয়তানীর ॥

সর্বহারা আজ সেনাদল
শ্রমিকের পাঞ্জায় তলোয়ার
জনগণ নহে আর হীনবল--
দুনিয়ার খুনীদল হুশিয়ার;

মুক্তির ফৌজ চলে টলমল
প্রতিশোধ জ্বলে চোখে ঝল্‌মল্
শত্রুর সিঞ্চিত শোণিতে
রঞ্জিত কর ধুলি সরণির।
তালে তালে ফেল পা কমরেড
আহ্বান শোন এই সেনানীর।

রচনাকাল / ১৯৪২

তোরা যে মাতৃমুক্তি-মন্ত্রী

নিভিছে শিক্ষাদীপ শিখা
ঘেরিছে তিমির যবনিকা
বিদ্যালয়ে পড়েছে আগল
কোথারে ছাত্রদল ।
শান্তি প্রগতি স্বাধীনতা
মুক্তভারত জাতীয়তা
ছাত্রজীবন মর্মকথা
দহিছে মরণানল ॥

শিক্ষাবিহীন শিশুরা আজ
গৃহহীন, পরে দীনের সাজ
একি রে তোমার ভাবী সমাজ
এরা কি জাতির বল ॥

জন্ম দিল যে আপন ঘরে
মধু-বঙ্কিম শরৎ রবিরে
বর্বরতার অন্ধকারে
সেদেশ হবে কি তল ॥

তোরা যে মাতৃমুক্তি-মন্ত্রী
তোরা যে অরুণ উদয়-যাত্রী
তোরা যে স্বাধীন ভারত শাস্ত্রী
ভুলিবি কি তা বল ॥

রচনাকাল / ১৯৪৩

আমরা যুগের স্বপ্ন ওরে

বীর কিশোর দল

  আমরা বীর কিশোর দল ।।

আমরা যুগের স্বপ্ন ওরে আমরা জাতির বল ।।

আমরা দেশের মুক্তি-মুকুল,

রক্ত-উষার ফুটন্ত ফুল

সবুজ প্রাণের অবুঝ নেশায় চিত্ত যে চঞ্চল ।।

হতে পারি শিশু মোরা নইতো তবু হীন

মোদের মাঝে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যৎ রঙীন ;

  দুঃখ নিশায় আমরা দীপ

  লাল তারকার পরেছি টীপ

চলার তালে পড়বে খুলে দাসত্ব শৃঙ্খল ।।

ঘরেতে আজ হাহাকার, দ্বারে দস্যুদল

আমরা কিরে দেখব বসে মায়ের চোখের জল ;

  চীন রাশিয়ার বীর কিশোর

  দেশের লাগি লড়ছে জোর

তাদের হাতে হাত মিলায়ে লড়ব মোরা চল ।।

রচনাকাল / ১৯৪২

কাস্তেটারে দিও জোরে শান

তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান
কিষাণ ভাই রে,
কাস্তেটারে দিও জোরে শান ।।

ফসল কাটার সময় হলে কাটবে সোনার ধান
দস্যু যদি লুটতে আসে কাটবে তাহার জান—রে ।।

শান দিও, জোরসে দিও, দিও বারে বার
হুশিয়ার ভাই, কভু তাহার, যায় না যেন ধার—রে ।

ও কিষাণ তোর ঘরে আগুন, বাইরে যে তুফান
বিদেশী সরকার ঘরে, দুয়ারে জাপান—রে ।।

একতায় ভাই চীনের মানুষ হইল বলীয়ান
ছয়টি বছর জাপানীরে করলো যে হয়রান—রে ।।

এক হয়ে আজ দাঁড়াও দেখি মজুর কিষাণ
এক নিমেষে আসবে স্বরাজ, ঘুচবে অপমান রে

রচনাকাল / ১৯৪২

উদয় পথের যাত্রী

উদয়পথের যাত্রী
ওরে রে ছাত্রছাত্রী,
মশাল জ্বালো, মশাল জ্বালো, মশাল জ্বালো।
প্রেতপুরীর এই অন্ধকারায় আনো আলো ॥

পিশাচ নিশাচর
ঘিরিছে চরাচর
বাণীর পূজারী কাঁদে নিরন্ন বেদনায় জর্জর ;
আলোক মিনারে প্রদীপ শিখারে ওরা যে নিভালো ॥

শিক্ষাবিহীন গৃহহারা যারা কাঁদিছে আঁধারে
হে প্রগতির সৈনিক তোরা ভুলিবি কি তাদেরে।

কঙ্কালে প্রাণ দাও
জীবনের গান গাও
ভুলি ভেদাভেদ অন্ধআবেগ, হাতে হাত মিলাও
ধনপিপাসায় মূঢ় হতাশায় আগুন জ্বালো ॥

রচনাকাল / ১৯৪৪

ঘোর তমসা ভেদি

দুঃখের রাতের ঘোর তমসা ভেদি
স্বাধীনতা দিবস এলো যে ফিরে।
শহীদের মৃতপ্রাণ শোন করে আহ্বান
করাঘাত হানে তব দ্বারে ।।

জাগো জাগো জাগো জাগো দেশবাসী
শৃঙ্খলিতা ভারতমাতা কাঁদে মুক্তিপিয়াসী,
রুদ্ধদুয়ারে স্বপন শিখরে এখনো কি রবে ঘুম ঘোরে ।।

ভারতজাতির যতো স্বপ্নকামনা
অর্ধশতকের মুক্তিসাধনা
শ্মশান চিতায় হয় যে বিলীন ক্ষুধিতের ক্রন্দন হাহাকারে ।।

মুমূর্ষু বাংলার এ দুঃখ তাপ
হত দেশপ্রেমে করে অভিশাপ
ঘুচাও এ লজ্জা, ঘুচাও এ পাপ, জাগ্রত একতার হাতিয়ারে ।।

রচনাকাল / ১৯৪৪

সুর : হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও নির্মলেন্দু চৌধুরী।

প্রাণের বদলে চাই প্রতিদান

ডাকে ঐ ডাকে ঐ,
ডাকে রামেশ্বর ডাকে মনোরঞ্জন
কদম রসুল ডাকে, ডাকে ধীররঞ্জন
ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না
রাজপথে যত রক্তের লিখন ॥

মরণ পারের শোন আহ্বান,
প্রাণের বদলে চাই প্রতিদান,
রক্তধারায় দূর হোক ব্যবধান
হাতে হাতে রাখীবন্ধন ॥

নীল সমুদ্র লাল করে গেল,
নাবিকের রক্তধারা
তারাও তো শুনেছে আমাদের ডাক
তারাও তো দিয়েছে সাড়া ॥

খুনীদের সাথে কে চায় আপস,
জাগ্রত জাতি নয় ভীরু কাপুরুষ,
লক্ষপ্রাণের পুঞ্জিত রোষ,
চায় সে যে অন্তিম রণ ॥

রচনাকাল / ১৯৪৬

সুর : পরেশ চক্রবর্তী।

মিলিত প্রাণের রুদ্ধ দেউলে

ভুলি নাই, ভুলি নাই,
অন্ধকারার বন্দী আলো-কমল,
তোমাদেরে ভুলি নাই
মিলিত প্রাণের বুদ্ধ দেউলে,
অর্ঘ-দীপ জ্বালাই।

তোমাদের যত শৃংখল ভার,
মোদের গলার হল মনিহার,
অগ্নিবীণায় যে গান গাহিলে
সে গান আজিও গাই ॥

তোমাদের প্রিয় জন্মভূমি ধূলায় লুণ্ঠিত,
ক্ষুধিত, ক্লিষ্ট মানবতা পীড়িত, লাঞ্ছিত

সাগরের পারে শুনি জয়গান,
হেথায় তবুও জাগেনাতো প্রাণ,
প্রাণের প্রদীপ কে জ্বালিবে ওগো
তোমাদের পথে চাই ।।

রচনাকাল / ১৯৪৬

সুর : পরেশ চক্রবর্তী

তব মৃত্যু এনেছে বরাভয়

তব মৃত্যু এনেছে বরাভয়
নাহি ভয়, নাহি ভয়, নাহি ভয়
রক্ত-সায়রে ফোটে জীবন কমল
ঘাতকের হলো পরাজয় ।।

যুগসন্ধ্যার তোরণ তলে
শত শহীদের প্রাণ-দীপালী জ্বলে
মহামরণে এলো মৃত্যুঞ্জয় ।।

নাহি ভয়, নাহি ভয়, নাহি ভয় ।।

বক্ষের পঞ্জরে বেঁধে দিল মুক্তির পথ
লক্ষ বাহুর টানে চলে তাই জীবনের রথ.

মিছিলের কণ্ঠে শপথ কঠিন
দু'শতকের পরিশোধ হবে ঋণ
মৃত্যু বিহীন মহামানবের জয় ।।

রচনাকাল / ১৯৪৬

সুর : প্রাণেশ দাস।

আজব দেশের আজব লীলা

আজব দেশের আজব লীলা কোন যুগে হুনছনি সজনি
হৈরর তেল কোন দেশ গেল খবর জাননি ।।
দিল্লীশ্বরের লা বাদশা ফরমান করিলা
দরবেশী নাচ নাচবা তাইন্ হক্কলরে জানাইলা
কত দাওয়াত ভেজিলা
মরি হায়, হায় হায়, হায়, রে
হাজার মন তেল পুড়িব দেখতে রাজার নাচুনী ।।

রাধার এক হাতেতে বাঁশী আর, আর হাতেতে অসি
বাঁশীর টানে নেতাগণে লাগায় প্রেমের ফাঁসি
মুখে কিবা মধুর হাসি
মরি হায় হায় হায় হায় রে
আর হাতেতে অসির টানে গরীব দুঃখীর কোরবানী ।।

ফেরেঙ্গীর খেল শেষ হইল না আরেক নতুন ঢং
বিলাত থনে আইলা উড়ি তিন বিলাতি সঙ্
মুখে কতই রঙ্ ঢঙ্
মরি হায় হায় হায় হায় রে
যেন শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে লইয়া আইলা যদু কুলমণি ।।

নয়াদিল্লীর বৃন্দাবনে যত কলির গোপিনী
কদমতলায় নতুন খেলায় জুটিলা এখনি
শ্যামের কিবা বংশীধ্বনি
মরি হায় হায় হায় হায় রে ;
নয়া পীরিতে মন ভাঙ্গাইতে তেলের হইল টানাটানি ।

স্বরাজের গাড়ি তৈয়ার হৈল জুড়িল বলদ
চাক্কাতো চলে না চাচা বিসমিল্লায় গলদ
আরে হায় কি আপদ
মরি হায় হায় হায় হায় রে
গাড়োয়ান যত তেল ঢালে তত্তই চাক্কার ক্যাঁকেচানি ।।

তেলের কিচ্ছা হুনলায় এখন নাকো তেলাদিঁ ঘুমাও
হৈরর তেলর লাগি কেনে কেচমেচি লাগাও
মিছা সরকাররে দগ্ধাও
মরি হায় হায় হায় হায় রে
তোমরা হইলায় স্বরাজের বলদ চোখ বুজিয়া টান ঘানি ॥

রচনাকাল / ১৯৪৭

তেলেঙ্গানা তেলেঙ্গানা

তেলেঙ্গনা, তেলেঙ্গানা ॥
চিংকাং পাহাড়ের অগ্নিশিখা দিয়েছে হানা ॥
হাতে আছে রাইফেল, পেটে নাই দানা ॥
তেলেঙ্গানা, তেলেঙ্গানা ॥
পোড়া মাটির পিয়াসা
শতকের পিয়াসা
ঘূর্ণিপাকে দিল, ঝড়ের আশা
বসন্ত বজ্রে তারই ঘোষণা ॥
তেলেঙ্গানা, তেলেঙ্গানা ॥

রচনাকাল/ ১৯৭৯

'তেলেঙ্গানা' নাটকের জন্যে রচিত। 'লাইম লাইট' এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

হারাধন রঙমন কথা

রচনা : ভূপেন হাজারিকা ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস

হারাধন : হেমাঙ্গ বিশ্বাস, রঙমন : ভূপেন হাজারিকা

সুর : বিহু-ভাটিয়ালী

আসামের বসন্ত উৎসব, রঙালী বিহু। মাদারের কাঁটা ডালে, 'বিরিকা' পাতায় ও 'ভেবেলী লতায়' রঙের হোলী। পাড়ে পাড়ে মহিষের শিং এর পেঁপা বাঁশীর সুরে, বাঁশের টকা ও ঢোলের তরঙ্গে বিরতিহীন বিহুনাচে 'বুড়া লুইত'-এ (বৃদ্ধ ব্রহ্মপুত্রে) আসে যৌবনের উচ্ছ্বাস। তাঁতশাল থেকে বেরিয়ে আসে যুবতী। মাঠের যুবক তাকে শুনিয়ে গান ধরে—

ঘরত্ নবহে মন সমনীয়া পথারত্ নবহে মন
কমুয়া তুলাবোর যেনে কৈ উড়িছে তেনে কৈ উড়িবর মন।

(ঘরে ও বসে না মনরে, সাথী পাথারে বসে না মন
ফাটা-শিমূল যেমনি উড়ে তেমনই উড়ার মন।)

বহুজাতি উপজাতি অধ্যুষিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শ্রেষ্ঠ উৎসব বিহু। কৃষি-কেন্দ্রিক সমাজের ইপ্সিত ফসলের প্রাচুর্যের ঐন্দ্রজালিক অনুকৃতি বিহুনাচ ; ঢোলে বাজে বৃষ্টি— ওঠে বজ্রের গর্জন। দেহভঙ্গিমায় ঝড়ো বাতাসের ফসলের দোলা—...

পদ্মাপাড় থেকে উজান ঠেলে আসে হারাধন ব্রহ্মপুত্রের চরে। জমি জমা ভিটাবাড়ি সব দিয়ে এলো—স্বাধীনতার সেলামী। গরীব কৃষক হারাধনের নতুন নামকরণ হল 'রিফিউজি' বা 'ভগনীয়া'। আসামের কৃষক রঙমনের স্নেহচ্ছায়ায় নতুন ঘর বাঁধে হারাধন। নতুন ফসলের মন্ত্রে হল রাখীবন্ধন। ভাটিয়ালীর হারানো রেশ এসে মিশে যায় বিহু গীতের কোমল নিখাদে। মাটির দাবী ও ফসলের অধিকারে তারা দু'জন মিলিত হ'ল ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে। শাসক ও শোষক প্রমাদ গোনে। উন্মাদ জাতি-বিদ্বেষের বিষ ছড়াতে লাগলো তাদের কূটচক্রী মুখ-পাত্ররা। আত্মঘাতী ভ্রাতৃরক্তে কলঙ্কিত হয় আসামের শ্যামল মাটি। হারাধনের ছোট্ট কুটির ভস্মীভূত হয়। কিন্তু অসমীয়া কৃষক রঙমনের মনকে কেউ বিষাক্ত করতে পারেনি। হারাধনের পোড়ামাটিতে এসে দাঁড়িয়ে বলে—'আমি আবার তোমার ঘর বেঁধে দেবো'। রঙমন বেদনার্ত বিহু সুরে গান ধরে—

মনরে 'ধননীর চেনে'হয় নিজরার পানীকে এটুপি পিঁউ।
পুরাকোই ভেটিতে তুমি ঘরে বান্ধা আমি তঙাল তোলাই দিঁউ।

(মনের বর্নের ঝর্ণা জলের চলো একবিন্দু খাই
পোড়া ভিটেয় বাঁধি ঘর হাতে হাত মিলাই)

হারাধনের নিরুদ্ধ কণ্ঠে ভাটিয়ালী ভেঙ্গে পড়লো—
আবার আমি বান্ধমু ঘর, আবার গাইমু গান
দুঃখে যদি পাষাণ গলে, গলবে কি পরাণ।

রঙমনের গানে অপরাজেয় মানবতা প্রতিধ্বনিত হল—
'লুইতর চাপরিত চাকৈয়ে কান্দিলে মানুহর নাও খোণ চাই
মানুহর দুখতে মানুহ বুরিব আনকহোন দোষিবর নাই।

(চখা কাঁদে চখী কাঁদে ব্রহ্মপুত্র চরে
নিজের হাতে ডুবিয়ে 'নাও' মানুষ ডুবে মরে)

এবার হারাধন গায়—
পদ্মার তুফান উড়াইয়া নিলো আমার সুখের ঘর
উজান ঠেইল্যা আইলাম আমি লুইতের চর।
আমার ভাঙ্গা নাওয়ে বন্ধু তুমি দিলায় পাল
আমি ধরলাম বৈঠা বন্ধু তুমি ধরলায় হাল।

এ মিলন গাঙে আনলো বলে কে বিভেদের বান
চর ভাঙ্গিল ঘর ভাঙ্গিল ডুব্‌লো সোনার ধান।
আমার দেহে বৃষ্টি শুকায়
রক্তকণায় সুরুয ঘুমায়
হালের খুটি মুঠি শোভায়
তবু কেন উপবাসী
নিজ দেশে পরবাসী
সমনীয়া বলো না আমায়

রঙমন উত্তর দেয়—
'ভাষা নবুজিও যুগে যুগে আছে মানুহে মানুহর পিনে
মরমর ভাষারে আখর নাইকিয়া বুজিব খুজিলেই চিনে।

(ভাষা না জেনেও মানুষ পেয়েছে মানুষের অন্তর
ভালোবাসার নাই যে ভাষা, নাই কোন আখর)

'গঙ্গার চাপরির তলিতে দেখিবা লুইতর পলসো আছে
তোমারে মোর আইয়ে কান্দিলে একই চোকু পানী মোছে

(গঙ্গা গর্ভে ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটি পড়ে
তোমার আমার মায়ের কান্নায় একই অশ্রু ঝরে)

তুমি এ মোয়ে দেশখন গঢ়োতে যদিহে কেচা ঘাম সরে
দুয়োরে ঘামেরে মিলনে দেখিবা বুরঞ্জী রচনা করে ।

(তুমি আমি একই ঘামের একই শ্রমের দাস
সেই ঘামের মিলনে চলো গড়ি ইতিহাস।)

তারপর দুজনে মিলিত কণ্ঠে গান ধরে :
"এনেনু দুঃখ লাগে বান্ধৈ, এনেনু দুঃখ লাগে"
"এমন দুঃখ লাগে র বন্ধু,
এমন দুঃখ লাগে
অতীত দিনের মিলন স্মৃতি
যখন মনে জাগে ।।
তুমি ছড়ালে বীজ বন্ধু, আমি কাটলাম আলি
একই সঙ্গে ঘরে আনলাম সোনালী রূপশালী।

কিন্তু বিচ্ছেদই শেষ কথা নয়, আবার আমরা মিলন-বিহুর বসন্তোৎসবে নতুনদিনকে আনবো ।
"এনেনু ভাল্ লাগে বান্ধৈ, এনেনু ভাল্ লাগে"
এমন ভাল লাগরে বন্ধু
এমন ভাল লাগে !"
তুমি নাচ বিহু নাচ আমি দিব তালি

ঐক্যতানে মিশে যাবে বিহু-ভাটিয়ালী
দেশকে আবার গড়বো মোরা বুকের মরম ঢালি ।।

"..................যখন অসমীয়া-বাঙালী বিদ্বেষের বিষ বন্যায় একটা সুসভ্য ও স্বাধীন জাতির সম্মান ধূলায় লুটিয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে, অসমীয়া-বাঙালী পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস হারাচ্ছে তখন ধ্বংসের মাঝে শঙ্খধ্বনীর মতো শোনা গেছে......ভারতীয় গণনাট্য সংঘের খ্যাতনামা কর্মী ও শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সুপরিচিত গায়ক ও চলচ্চিত্র পরিচালক ডাঃ ভূপেন হাজারিকার উদ্যোগে শান্তি ও সম্প্রীতির গান নিয়ে এক সাংস্কৃতিক অভিযাত্রী দল আসাম পরিভ্রমণে অগ্রসর হয়েছেন।"......স্বাধীনতা, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ ।

পরিশিষ্ট

১

প্রতিধ্বনি শুনি, প্রতিধ্বনি শুনি
মোর গাঁয়ের সীমানায় পাহাড়ের ওপারে
নিশীথ রাত্রির প্রতিধ্বনি শুনি ।।

ওপারে ঐ কিসের সাড়া বুঝিতে না পারি
প্রাণে আমার দিলো দোলা ঢেউ যে এসে তারি
কেমন করে ডিঙাব এই পাহাড় সারি সারি
সুদূরের ঐ আওয়াজে স্বপ্নের জাল বুনি ।

হয়ত বা কোনো গাঁয়ের বধূ হৃদয় ভাঙাকথা
হয়ত বা কোনো ঠাকুরমার রাতের রূপকথা
হয়ত বা কোনো কিষাণের মাটির ব্যাকুলতা
চেনা চেনা সুর সে যে তবুতো না চিনি ।।

উঠলো নতুন সূর্য আবার রাঙা রোদ পড়ে
সামনে যত কুয়াসা ঘোর ভয়ে দূরে সরে
নয়াচীন জেগে ওঠে মাভৈঃ ডাক ছাড়ে
আওয়াজে তার হাজার হাজার পাহাড় ভেঙে পড়ে
জনতা সমুদ্রের কোলাহল শুনি ।।

ভূপেন হাজারিকা রচিত মূল অসমীয়ার বাংলা অনুবাদ

থাকিলে ডোবাখানা হবে কচুরিপানা
বাঘে হরিণে খানা একসাথে খাবে না
স্বভাব তো কখনও যাবে না ।।

জলের স্বভাব যেমন ধারা নিম্নদিকে ধায়
আগুনের স্বভাব যেমন সবকিছু পোড়ায়
ছারপোকারই স্বভাব যেমন রক্ত চুষে খায়
থাকে না ধরিলে বস্তু কাটে উইপোকায়
পাতিকাক পুষে ঘরে, যতই পড়াও না তারে
সে শুধু কা কা করে কৃষ্ণ বলে না ।।

সাপের স্বভাব যেমন মারে বিষাক্ত ছোবল
ছেলে ছোকরার স্বভাব যেমন পাকায় গণ্ডগোল
বিড়ালেরই স্বভাব যেমন হাঁড়ির পানে চায়
কখন শিকে পড়ছে ছিঁড়ে তারই লালসায়
বুনো ওল খেলে পরে, গলাটা কিট্ কিট্ করে
যেমন সিঁধেল চোরে পড়লে ধরা কবুল করে না ।।

জমিদারের স্বভাব করে চাষীর সর্বনাশ
খাতা ব্যবসায়ীদের স্বভাব খোঁজে চৈত্রমাস
ধনীর স্বভাব গরীব মারার কলকাঠি বানায়
ওরা বিভেদ বিষের আগুন নিয়ে খেলছে এ বাংলায়
সেদিন ঐ বাগমারীতে, বাঙ্গালী পাঞ্জাবীতে
ছিল লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগিয়ে দিতে চিত্তেতে বাসনা ।।

ভণ্ডযোগী জটাধারী তিলক ফোটা গায়
ওরা গণতন্ত্রের মন্ত্র নিয়ে ডুগডুগি বাজায়
ওদের মুখেতে অহিংসার মন্ত্র, হাতে শিশুর খুন
ওরা গুণীর গুণী গুণগুণাগুণ গাইতেছে রামধুন
গুণীরা বেগুন কাটে, জনগণ তুলবে লাটে
চলছে মাঠে ঘাটে তারি প্রস্তুতি জল্পনা ।।

কথা ও সুর : গুরুদাস পাল।

৩

ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না
নিগ্রো ভাই আমার পল্ রোবসন।
আমরা আমাদের গান গাই ওরা চায় না ওরা চায় না
নিগ্রো ভাই আমার পল্ রোবসন ।।

ওরা ভয় পেয়েছে রোবসন
আমাদের দৃপ্তকণ্ঠে ভয় পেয়েছে
আমাদের রক্তচোখে ভয় পেয়েছে
আমাদের কুজকাওয়াজে ভয় পেয়েছে. রোবসন
ওরা বিপ্লবের ডম্বরুতে ভয় পেয়েছে—রোবসন
নিগ্রো ভাই আমার পল্ রোবসন ।।

ওরা ভয় পেয়েছে জীবনে
ওরা ভয় পেয়েছে মরণে
ওরা ভয় করে সেই স্মৃতিকে
ওরা ভয় পেয়েছে দুঃস্বপনে ।।

ওরা ভয় পেয়েছে রোবসন
জনতার কলোচ্ছ্বাসে ভয় পেয়েছে
একতার তীব্রতায় ভয় পেয়েছে
হিম্মতে শক্তিতে ভয় পেয়েছে, রোবসন
ওরা সংহারের মূর্তি দেখে ভয় পেয়েছে রোবসন
নিগ্রো ভা[illegible] আমার পল্ রোবসন ।।

কথা ও সুর : কমল সরকার।

৪

ফিরাইয়া দে দে দে মোদের কাইয়ুর বন্ধুদেরে
মালবারের কৃষক সন্তান
(তারা) কৃষক সভার ছিল প্রাণ
অমর হইয়া রহিবে মোদের দেশের দশের অন্তরে ।।

কৃষক মায়ের রাখতে ইজ্জত মান
তারা ফাঁসিকাষ্ঠে দিলো প্রাণ
ফিরিয়া পাবো নারে মোদের কাইয়ুর বন্ধুদেরে ।।

লজ্জার কথা থুইবোরে কোথায়
তাদের বাঁচাইতে নারিলাম হায়
ছাইড়া দিতে বাধ্য করতে নারলাম দেশের অবুঝ সরকারেরে

শোনরে মোদের কৃষক সন্তান
শোনরে মোদের দেশপ্রেমী সন্তান
শোনরে মোদের বীরের মায়ের প্রাণ
(তোরা) অক্ষমতার দেরে প্রতিদান
ফিরাইয়া দে এদের হাজারে হাজারে ।।

চার কাইয়ুরের বদলে আজ ভাই
মোদের হাজার হাজার কাইয়ুর চাই
ফিরাইয়া পাবো মোদের কাইয়ুর শহীদেরে ।।

কথা ও সুর : বিনয় রায়।

৫

ঢেউ উঠছে কারা টুটছে আলো ফুটছে প্রাণ জাগছে
গুরু গুরু গুরু গুরু ডম্বরু পিনাকীর
বেজেছে বেজেছে বেজেছে
মরা বন্দরে আজ জোয়ার জাগানো ঢেউ
তরণী ভাসানো ঢেউ উঠছে।

শোষণের চাকা আর ঘুরবে না ঘুরবে না
চিমনিতে কালো ধোঁয়া উঠবে উঠবে না
বয়লারে চিতা আর জ্বলবে না জ্বলবে না
চাকা ঘুরবে না, চিতা জ্বলবে না, ধোঁয়া উঠবে না
লাখে লাখ করতাল হরতাল হেঁকেছে
হরতাল হরতাল হরতাল
আজ হরতাল আজ চাকাবন্ধ ॥
গুরু গুরু ডম্বরু……

গ্লানি পারবে না ভোলাতে মধুমাখা ছুরিতে
জনতাকে পারবে না ভোলাতে
আর পারবে না দোলাতে মরীচিকা মায়াতে
বিভেদের ছলনায় ছলিতে ॥

মিছিলের গর্জনে দুর্জয় শপথে গর্জে ঐ গর্জে
আজ হরতাল, আজ চাকাবন্ধ ॥

কথা ও সুর : সলিল চৌধুরী।

৬

বীর প্রধান ও, বীর প্রধান ও
দার্জিলিং কো চিহাবাড়ি সরমায়াদার কো থইলো
লড়নে পড়ছো ভন্নে বাটো তিমিলে দিখায়ো
তেই ভোক্‌কো লড়াই ওমা ভয় শহীদ
তিমলাই লাল সেলাই ছ ।।

রক্ত বর্নাকো ঝাণ্ডা হামরো একতা কো নিশান
এ ঝাণ্ডা মুনি সোতেকাছো বীর প্রধান ।
তিমলাই লাল সেলাম ছ ।।

লিটল থিয়েটার গ্রুপ কর্তৃক অভিনীত "তীর নাটকের গান" । কথা : কালু সিং ।
সুর : হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও কালু সিং

৭

দূরে দূরে বনধারে সারি সারি গ্রামরে
ঝোড়ো হাওয়া শন্‌শানিয়ে বয়
চাঁদনী রাতে মাদল কে বাজায়
ধিতাঙ্‌ ধিতাঙ্‌ ঐ শোনা যায় ।।

ও শালমহুয়ার বন মাতাল করে মন
কেন বিষাদী গান গায়, গায় গো
গহন আঁধার চিরে কি যে সুর ভেসে আসে
পরাণে কাঁদন কেন বয়, বয়গো
নিঝুম রাতে সন্তান মায়ের বুকে কেন
দুধের লাগি শুধুই কাঁদে হায় ।।

দূরে দূরে বনধারে কারা যে যায় গো
লাল নিশানের ঝোড়ো হাওয়া বয় ।।

ধান কাটি কাটি চল ধান
ধান কাটি কাটি চল ধান
ও জমিদারে দেবো না মোর বোনা ধান
ঘুম-ভাঙা গান মোদের লোগায়, ভাই গো
মহাজনে দেবো না মোর বউ-এর মান
দুধের বাছা কাঁদবে না ক্ষুধায়, হায় গো
দুঃখের আঁধার কাটে দূরে নীলিমায়
মুক্তির গান ঐ শোনা যায় ।।

কথা ও সুর : মেঘনাদ।

৮

মোর জান প্রাণ ঐ লাল ধান আহা রে
চল ভাই সব কাস্তে হাতে খামারে।
লাগরে সবাই কোমর বেঁধে বাহারে
তোল ধান সব লক্ষ হাতে খামারে।
পৌষের এই শিশির ভেজা ভোরেতে
চল ভাই সব কাস্তে হাতে খেতেতে ॥
ও বউ শোন আলপনা দে দুয়ারে
তুলবো ঘরে সোনার দানা এবারে ॥

সব সনে এই ক্ষেতে সব জনে এই হাতে
বুয়েছি এ ধান মাঠে
পাইনিকো এক কণা, রক্তেতে ধান বোনা
জান গেছে মান গেছে এই কথা ভুলব না
জীবন কেটেছে বড় দুঃস্বপ্নে ॥

পৌষের এই শিশির ভেজা ভোরেতে
রোদেতে, ঝড়েতে, জলেতে, জারেতে
ফলাই সোনা মাটির বুকে
সইব না সইব না, এই মাটি এই সোনা
শেষ লড়াই লড়বো মোরা ফিরব নারে ॥

কথা ও সুর : মেঘনাদ।
মেদিনীপুর জেল থেকে [illegible] স্বরলিপিসহ এই গান ৬টি 'মাস সিঙ্গারদের' কাছে পাঠান

৯

মুখ গীদাল হামরাগুলা ভাওয়াইয়া গান গাই
হালবাড়ির কামাই সারি দুতরা ডাঙাই,
সুখদুঃখের কথা যে লায় মনতে পাড়িল
চটকা সুরে দুতরা ডাং বাজিয়ারে উঠিল ॥

স্বাধীন হইনু, ঘর হারাইনু, নাই আর ভিটামাটি
পরর ভূঁইয়ৎ ঘর বাঁধিয়া পরর ভূঁইয়ৎ খাটি,
দিনমানে সেই আড়াই টাকা মজুরী পাইয়া
মাইয়া ছাওয়ায় রুটি চাবাই আন্ধারৎ বসিয়া ॥

হামি হয়তো মরি যাইম (ভাই) না বাঁচিম বেশীদিন
ডাক্তারবাবু কইছেন হৃদরোগ বড়ই কঠিন।
গান কবিতা বন্ধ হইল মোর আসর করা মানা।
কেমন করে গান করিম ভাই হইলরে ভাবনা ॥

ভাবিনু না হয় ছাপি দিম মঘ গান দুচারখানা
সেন্সারে কাটিয়া গানের ভাব রাখিল না।
মনের আগুন চোখের জলে নিভানোর কথাখানা,
সেন্সারে কয় আগুন শব্দ বলাবে চলিবে না ॥

আগুন বাদ দিয়া শুধু জল দিয়া কেমন করে গান গাই,
ভাবে বুঝিনু দুঃখ পাইলেও বলিবার উপায় নাই।
হামার গান তোমরা ভাইরে সাঙ্গ ধরি নিও,
সময় এলে আগুনে গান হাজার কণ্ঠতে গাইও ॥

রচনা : নিবারণ পণ্ডিত।

১০

শতফুল বিকশিত হোক
যত আগাছা নির্মূল হোক
মোরা যুবকেরা সকালের সূর্য
জেনো আটটা নটার পৃথিবীতে আনবই
নতুন এক বসন্ত ।।

মুক্ত জনগণ ভরিয়ে দেবে
পৃথিবীতে মুক্ত বাতাস
যেখানে নারীরা থাকবে জুড়ে
পৃথিবীর অর্দ্ধেক আকাশ ।।

রচনা : সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

১১

হুঁশিয়ার
ও সাথী কিষাণ মজদুর ভাইরে হুঁশিয়ার ॥

ঐ মৃত্যুর বিভীষিকা ছড়িয়ে ছড়িয়ে
গ্রাম জ্বালাতে জ্বালাতে মাটি
হিংস্র সাপের সারি তুলেছে ফণা
কেড়ে নিতে বাঁচাবার লড়বার অধিকার
রক্তে রক্তে বোনা ফসলের অধিকার
সাথীদের খুনে রাঙা পথে দেখ
হায়নার আনাগোনা ॥

জানি পারবে না, কেড়ে নিতে জনতার অধিকার
(পারবেনা কেড়ে নিতে পারবে না)
জাগ্রত জনতার রোষানলে ছাই হবে
পুড়ে যাবে শত্রুর শাণিত ফণা।
তাই আহ্বান দিকে দিকে—নয় আর দেরী নয়
সময় তো নেই আর ভাইরে—
জোটটাকে আমাদের ইস্পাত করে গড়ে
তুলে নাও হাতিয়ার ভাইরে
আজ ছিঁড়ে ফেল দু'হাতে চক্রান্তের জাল
বিভেদের কুমন্ত্রণা ॥

জানি জ্বলছে জ্বলছে শত আগ্নি পাহাড় বুকে
চক্ষে চক্ষে জ্বলে তীব্র ঘৃণা,
সাথীদের খুনে বুকে উল্কা জ্বালার দাহ
রক্তিম শপথে যে ভরা চেতনা।
তাই আহ্বান -
ও সাথী কিষাণ মজদুর ভাই শোন আহ্বান।
তাই আহ্বান দিকে দিকে নয় আর দেরী নয়
সময় তো নেই আর ভাইরে
জোটটাকে আমাদের বজ্রকঠিন করে

তুলে নাও হাতিয়ার ভাইরে।
আজ কালজয়ী সংগ্রাম শুরু করো বন্ধুরে
হেঁকে বল সইবো না আর সইবো না
সাথীদের খুনে রাঙা পথে পথে
হায়নার আনাগোনা
আর সইবো না ।।

রচনা : বাসুদেব দাশগুপ্ত

১২

কমরেড শোন বিউগ্‌ল ঐ হাঁকছে রে
তোল কাঁধে নে জঙ্গী হাতিয়ার
আয় আজাদীর জং লড়ি চল ডর ছেড়ে
চল এগিয়ে রাস্তা করি বার ।।

দীন মজুরের ঘরে যে তোর জনম ভাই
খুন বিকিয়ে ভুখ মেটে না তোর
ভাই ব্রাদারী দোস্তি একাই আজাদী
এই লড়াইয়ের কায়দারে মজদুর ।।

হুকুমতের তক্ত জুড়ে রয় যারা
কিসের জোরে লাল করে ভাই আঁখ
কামান কার্তুজ আর বেয়নেট
আমরাই তো গড়ি লাখে লাখ ।।

ভুখশেকলের শক্ত বাঁধন তোর তরে
ছাড় দেখি ভাই দীন-ভিখারীর ভেক্
উড়ারে আজ লাল ঝাণ্ডা দিল ভরে
আজাদী ঐ দোরগোড়ে তোর দেখ ।।

অনুবাদ : জ্যোতির্ময় নন্দী
অক্টোবর বিপ্লবের বিখ্যাত গান Comrades, the bugles are sounding-এর অনুবাদ।
অনুবাদকাল ১৯৬৩

আন্তর্জাতিক

জাগো জাগো জাগো সর্বহারা
অনশন বন্দী কৃতদাস,
শ্রমিক দিয়াছে আজ সাড়া
উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস।
সনাতন, জীর্ণ কু-আচার
চূর্ণকরি জাগো জনগণ
ঘুচাও এ দৈন্য হাহাকার
জীবন মরণ করি পণ।
শেষযুদ্ধ শুরু আজ কমরেড
এসো মোরা মিলি একসাথ
ইণ্টারন্যাশনাল
মিলাবে মানব জাত।।

অনুবাদ: মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বের প্রথম শ্রমিকরাষ্ট্র ১৮৭১ সনের রক্তাক্ত প্যারী কমিউনের গর্ভজাত এই সংগীত। কমিউনে অংশ গ্রহণকারী-শ্রমিক কবি ইউজেন পোত্তিয়ের এই গানটি রচনা করেন। সুর সংযোজনা করেন কমিউনে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবী সুরকার পিয়ের দেগতায়।